মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ-দুনইয়া রহ.

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ-দুনইয়া আল-বাগদাদী

ওয়াফি পাবলিকেশন

সম্পাদকীয়

একজন মুমিনের জন্য যেসব গুণে গুণান্বিত হওয়া অপরিহার্য, তন্মধ্যে 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা' অন্যতম। এটিই মুমিনের মূল পুঁজি। কেননা, তার যত আমলই থাকুক না কেন, তাতে ত্রুটির কোনো শেষ নেই। উপরন্তু, আল্লাহর মহান শানের সম্মুখে পাহাড়সম আমলও ছাইতুল্য! আর গুনাহে নিমজ্জিত বান্দা যখন আল্লাহর শাস্তির কথা স্মরণ করে, তখন তার আশাকেই শেষ অবলম্বন হিসেবে দেখতে পায়।

এটা তো বলাই বাহুল্য, আল্লাহর প্রতি এই আশা ও সুধারণা তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমেই তৈরি হয়। আমলশূন্য নিছক আশা প্রকৃতার্থে কোনো আশাই নয়; বরং পরিণামের বিচারে তা হতাশা নামক ধোঁকা, নিরাশা নামক মরীচিকা। এ জন্য শুধু আশার ভেলায় 'গা' ভাসিয়ে বসে থাকলে চলবে না—আমল অবশ্যই করতে হবে। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর রহমত শামেলে-হাল না হলে আমল দিয়েও পার পাওয়া যাবে না।

অতএব, আমলের সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভীতিমাখা যে আশা, তাই প্রকৃত 'আশা'। তারই অপর নাম 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা'। আল্লাহর প্রতি এমন সুধারণা তৈরি করা গেলেই তাঁর রহমত বান্দার শামেলে হাল হয়। মিযানের পাল্লায় আমলগুলো ওজনদার হয়। পরপারের সবগুলো ঘাঁটি অবলীলায় পার করে অনায়াসে পৌঁছা যায় জান্নাতের ঠিকানায়।

'আল্লাহর প্রতি সুধারণা' নামক বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি মূলত 'হুসনুয-যন বিল্লাহ' নামক সুপ্রসিদ্ধ আরবী কিতাবের ভাষান্তর। কিতাবটির বিষয়বস্তু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না! কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে এবং হাদিসে বিষয়টির গুরুত্ব ঘুরেফিরে এসেছে। যুগে যুগে মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাঁদের রচিত হাদিসগ্রন্থে এই শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করেছেন।

বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের অন্তরে আল্লাহর প্রতি এই সুধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ওয়াফি পাবলিকেশন'-এর পক্ষ থেকে পুস্তিকাটি ভাষান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি গতানুগতিক কোনো অনুবাদ নয়; বরং রীতিমতো একটি তাহকীক। হাদিসশাস্ত্রের একাধিক দক্ষ গবেষকের সহায়তায় প্রতিটি বর্ণনা যথাসাধ্য তাহকীক করে নির্ভরযোগ্য অবকাঠামোতে উপস্থাপনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। আরও পূর্ণতার নিমিত্তে শেষে একটি 'পরিশিষ্ট'ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

হতাশায় তমসাচ্ছন্ন কোনো অন্তর যদি এর সংস্পর্শে আলোকিত হয়, তবে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিষয়সূচি

ভূমিকা

অনুবাদ, তাখরীজ এবং শেষে সংযুক্ত পরিশিষ্টের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় লক্ষ রাখা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হলো:

অনুবাদ-প্রণালি

- অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কিতাবের কয়েকটি নুসখাকে সামনে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে 'ফায়েল ইবনে খলফ আর-রক্বী'-এর তাহকীককৃত নুসখার ওপর বেশি নির্ভর করা হয়েছে, যা ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২০১২ ঈসায়ীতে 'দারু আত্বলাসিল-খদ্বরা' থেকে প্রকাশিত হয়।

- সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে আরবী পাঠে বিদ্যমান দীর্ঘ সনদকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাখরীজ-প্রণালি

- এ কিতাবের যেসব বর্ণনা, হাদিসশাস্ত্রের অন্য কোনো উৎস-গন্থে পাওয়া গেছে, টীকাতে তার রেফারেন্স সংযোজন করা হয়েছে।

- রেফারেন্সের ক্ষেত্রে হাদিসের উৎস-গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি রেফারেন্স মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। মূল কিতাব সংগ্রহে না থাকার দরুন অল্প কিছু স্থানে মাকতাবাতুশ-শামেলা (ভার্সন: ৩.৬৪) থেকে রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে।

- যেসব হাদিস 'সহিহ বুখারি' বা 'মুসলিমে' আছে সেসব হাদিসের শুধু রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ গ্রন্থদ্বয়ের হাদিস বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ।

  আর যেসব হাদিস 'সহিহ বুখারি' বা 'মুসলিমে' নেই, সেসব হাদিসের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শাস্ত্রবিদ ইমামদের মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

- মারফূ-হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আসারগুলো বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহকীক করা হয়েছে।

  হাদিস ও আসারের পাশাপাশি পুস্তিকাটিতে সালাফদের বহু ঘটনা, স্বপ্ন, কাব্য ইত্যাদিও উল্লেখ হয়েছে। এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপদেশ গ্রহণ করা; শরীয়তের আহকামের সাথে এগুলোর তেমন একটা সম্পর্ক নেই। তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এগুলোতে টীকা-টিপ্পনী সংযোগ করা হয়নি।

বিষয়সূচি

- মূল আরবী কিতাবে কোনো অধ্যায় বা সূচিপত্র নেই। পাঠকের সুবিধার জন্য কিতাবের শুরুতে একটি বিষয়সূচি সংযুক্ত করা হয়েছে।

আকর্ষণীয় পরিশিষ্ট

- পুস্তিকাটিকে সার্বিকভাবে আরো পূর্ণাঙ্গ করার লক্ষ্যে শেষে একটি ‘পরিশিষ্ট’ যুক্ত করা হয়েছ। পরিশিষ্টে হাদিস-ভান্ডার থেকে বেছে বেছে সংগতিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা,

পুস্তিকাটি সার্বিকভাবে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয়েছে। তথাপি মানুষ যেহেতু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুধী পাঠকের নজরে তেমন কিছু পড়লে অবগত করার অনুরোধ রইল।

মাওলানা রাশেদুল ইসলাম

মাওলানা নূরুল আমীন আল-হারুনী

লেখক পরিচিতি

নাম: আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ-দুনইয়া আল-বাগদাদী। তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ নগরী 'বাগদাদ'-এ ২০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ শতাব্দীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ সময় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার চরম উন্নতি সাধিত হয়। আরবী ভাষা-সাহিত্য ও বিভিন্ন শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তাই ইবনে আবিদ-দুনইয়ার ব্যক্তিত্ব গঠন ও প্রতিভা বিকাশেও এ যুগটার বিশেষ প্রভাব ছিল।

তিনি যুগশ্রেষ্ঠ বহু মনীষী থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারি, আবু দাউদ ও ইবনে সা'দ প্রমুখের মতো খ্যাতিমান হাদিস-বিশারদগণ।

আর তাঁর থেকে যারা হাদিস গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম ইবনে মাজাহ, আবু হাতেম রাযী ও আবু বিশ্‌র আদ-দূলাবীর ন্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ।

তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে উম্মতে মুসলিমার জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। হাদিসের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুই শ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাঁর বিশেষ প্রতিভা ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর।

এ মহান ব্যক্তি ২৮১ হিজরীতে আপন রবের ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর এ পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। বাগদাদের 'শুনিজিয়া' নামক মাকবারায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়, যেখানে শায়িত আছেন জুনাইদ

বাগদাদীসহ বহু আওলিয়ায়ে কেরাম।[১]

আল্লাহ, তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করুন! তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন! তাঁর ইলম দ্বারা আমাদের উপকৃত করুন! আমীন।

১ তারীখে বাগদাদ, খতীব আল-বাগদাদী; তাজকিরাতুল হুফফাজ, ইমাম যাহাবী; সিয়রু আ'লামিন-নুবালা, ইমাম যাহাবী; মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত আল-হামাবী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[১]

জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, "তোমরা অবশ্যই যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা[২] নিয়ে মৃত্যুবরণ করো।"

---

১ সহিহ মুসলিম: ২৮৭৭।

২ উলামায়ে কেরাম বলেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণার মর্ম হলো এই যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া; বরং আশান্বিত হওয়া যে, তিনি দয়া করবেন, ক্ষমা করবেন।"

আর এই সুধারণা তখনই তৈরি হবে যখন সারাজীবন ভয় ও আশাকে লালন করবে এবং আশার চেয়ে ভয়কে বেশি জাগ্রত রেখে আল্লাহর বিধানের পূর্ণ অনুগত হবে। কেননা, সুন্দর আমল দ্বারাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয়। আর মন্দ আমলের কারণেই তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা জন্ম নেয়। (দেখুন- মাআ'লীমুস-সুনান, অধ্যায়: আল-জানায়েয, পরিচ্ছেদ: হুসনুয-যন বিল্লাহ। শরহে মুসলিম, নববী রহ., হাদিস নং: ২৮৭৭)

মোটকথা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ভয় ও রহমতের আশা রাখবে। শুধুই সুধারণার বশবর্তী হয়ে আমলকে ছেড়ে দেবে না। কারণ, এটা নিতান্তই ধোঁকা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ

তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

(২১:৯০)

[২]

আবুন নজর হাইয়ান রহ. বলেন, "ওয়াছিলা বিন আসকা' রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে একদিন বললেন, 'আমাকে ইয়াজিদ ইবনে আসওয়াদের কাছে নিয়ে চলো, শুনেছি তিনি অসুস্থ।'

আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, 'ইনি তো খুবই মুমূর্ষাবস্থায় উপনীত, কিবলামুখী করে রাখা হয়েছে, ইতিমধ্যে মূর্চ্ছাও গেছেন।'

ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের বললেন, 'তাকে ডাকো তো দেখি।'

তাকে ডাকা হলো। বর্ণনাকারী আবু নজর লক্ষ করে বললেন, 'এই তো আপনার ভাই ওয়াছিলা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এসেছেন।'
এ কথাটুকু বোঝার মতো সংবিৎ আল্লাহ তার মধ্যে রেখেছিলেন। তার নিস্তেজ

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।
(৭৯:৪০-৪১)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (হাদিসে কুদসী) আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম, বান্দর মধ্যে আমি দুটি ভয় এবং দুটি আশা একত্র করব না। সুতরাং বান্দা যদি আমার ভয়ে আমল করে চলে তাহলে রোজ কিয়ামতের দিন আমি তাকে নিরাপত্তা দেব। আর যদি সে দুনিয়াতে নির্ভয়ে থাকে তাহলে কিয়ামত দিবসে অমি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করব।" (সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৩৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, "জ্ঞানী ওই ব্যক্তি যে নম্রতা অবলম্বন করে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ-অক্ষম ওই ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর প্রতি আশা করে বসে থাকে।" তিরমিযী: ২৪৫৯।

১ মুসনাদে আহমাদ: ১৬০১৬; শুআবুল ঈমান'-এর ১০০৬ নং হাদিসে বিস্তারিত আছে। আর কিছুটা সংক্ষেপে আছে 'সহিহ ইবনে হিব্বান'-এর ৬৪০ নং হাদিসে।

- মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা সম্পর্কে হিজরী নবম শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস নূরুদ্দীন আল হাইসামী রহ. বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সবাই 'ছিকা' (নির্ভরযোগ্য)।
  দেখুন-মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ৩৮৮৭।

হাতটি প্রসারিত হয়ে কী যেন খুঁজতে লাগল। আমি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতটি ধরে তার হাতে তুলে দিলাম। আসলে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের স্পর্শধন্য ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাত থেকে বরকত নিতে চাচ্ছিলেন। তাই তাঁর হাতটি বুকে মিলাচ্ছিলেন, বদনে মাখছিলেন, ওষ্ঠদ্বয়ে নিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন।
ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? বলো তো, এ মুহূর্তে আল্লাহর সম্পর্কে তোমার ধারণা কেমন?'

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'গুনাহের সাগর আমাকে নিমজ্জিত করে নিয়েছে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তবুও আমি আল্লাহর রহমতের আশাবাদী।'

এ কথা শোনামাত্রই ওয়াছিলা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। উপস্থিত সকলেও তা-ই করল।

তিনি বললেন, "আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সঙ্গে আচরণ করি। সুতরাং সে আমার সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা ধারণা রাখুক।'"

[৩]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন[২],

'আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার সঙ্গে আচরণ করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে অমি তার সঙ্গে থাকি।'"

১ সহিহ বুখারি: ৭১০৭; সহিহ মুসলিম: ২৬৭৫।

২ এটি একটি 'হাদিসে কুদসী'। যে কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি আল্লাহ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন তাকে 'হাদিসে কুদসী' বলে। আর যে কথা সরাসরি আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন-না তাকে 'হাদিসে নববী' বলে। অনুরূপভাবে নবিজির কর্ম ও মৌন সমর্থনকেও 'হাদিসে নববী' বলে। (আল-আহাদিসুল কুদসীয়্যা, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, পৃষ্ঠা: ১৩)

[৪]

জাবের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "তোমরা যেন অবশ্যই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো। কেননা, আল্লাহর প্রতি বিরূপ ধারণাই এক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অতঃপর তিলাওয়াত করলেন,

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ

তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।
(৪১:২৩)

[৫]

সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার এক শ রহমত রয়েছে। তার একভাগ মাত্র গোটা মানব-দানব ও প্রাণিকুলকে ভাগ করে দিয়েছেন। তাতেই তারা এত আবেগআপ্লুত। তাতেই হিংস্র প্রাণীগুলো সন্তানের প্রতি দয়ার্দ্র। আর বাকি নিরান্নব্বই ভাগ দয়ার প্রদর্শনী হবে কিয়ামতের দিন, বান্দাদের প্রতি।"

[৬]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি সুধারণা উত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য।"

---

১ সহিহ মুসলিম: ২৭৫৩; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬২৩৭; মুসনাদে আহমাদ: ২৩৭২০; শুআবুল ঈমান: ১০৩৮।

২ সুনানে তিরমিযী: ৩৬০৪; আবু দাউদ: ৪৯৯৩; মুসনাদে আহমাদ: ৭৯৫৬, ৮০৩৬; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৩০; মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৬০৪।

- ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, 'উল্লেখিত বর্ণনা-সূত্রে হাদিসটি 'গরীব' (দুর্লভ), হাদিস নং: ৩৬০৪।
  নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ হাফেয আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আবি বকর আল-বুসীরী রহ. বলেন, 'হাদিসটির সনদ হাসান'। [ইতহাফুল খিয়ারাহ: ১৭৯২ (শামেলা)]

[৭]

সুহাইল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি স্বপ্নে[১] মালেক ইবনে দ্বীনার রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

'হে আবু ইয়াহইয়া, আপনি আল্লাহর দরবারে কী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'বহু গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আল্লাহর প্রতি সুধারণা তা মিটিয়ে দিয়েছে।'"

[৮]

আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি হাওশাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু বিশর, আপনার অবস্থা কী?

তিনি বললেন, 'আল্লাহর ক্ষমায় আমি নাজাত লাভ করেছি।'

আমি বললাম, 'আমাকে কিছু নসীহত করুন।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনার মজলিসে বসা ও আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। এ-দুটি তোমার সার্বিক সাফল্যের চাবিকাঠি।'"

---

১ স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল নয়। কেননা, শরীয়ত দ্বীনের কোনো মাসআলাতেই স্বপ্নকে দলীলের মর্যাদা দেয়নি। দুনিয়াবী ব্যাপারে স্বপ্ন মোতাবেক আমল করার জন্য শর্ত হচ্ছে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থি না হওয়া। স্বপ্নের ওপর আমল করতে গিয়ে যেন শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘিত না হয়। হ্যাঁ, স্বপ্ন যদি ভালো হয় তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টা সেটিকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।
মোটকথা, স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়াবলির সত্য-মিথ্যা নিরূপণের জন্য শরীয়তের নিক্তিতেই তা মাপতে হবে। (বাংলাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা.বা.-এর তত্ত্বাবধানে রচিত 'এসব হাদিস নয়' গ্রন্থের ৫০-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

[৯]

আম্মার ইবনে ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি হাসান ইবনে সালেহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলাম। তাকে বললাম,

'আমি আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিলাম। আমাদের জানানোর মতো কোনো সংবাদ থাকলে তা অবশ্যই বলুন।'

তিনি বললেন, 'খোশ-খবর নাও। আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা করার চেয়ে উত্তম কোনোকিছু আমি দেখিনি।'"

[১০]

মুয়াজ ইবনে জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জানতে চাও, কিয়ামতের দিন মুমিনদের আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন এবং তারা কী উত্তর দেবে?

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমরা কি দুনিয়াতে আমার সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিলে?'

জবাবে তারা বলবে, 'নিশ্চয়, হে আমাদের প্রতিপালক!'

আল্লাহ বলবেন, 'কেন?'

তারা বলবে, 'আমরা আপনার ক্ষমার আশা রাখতাম।'

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য আমার ক্ষমা অবধারিত।'"

---

১ মুসনাদে আহমাদ: ২২০৭২; শুআবুল ঈমান: ১০৪৮।
- হাইসামী রহ. বলেন, "এ সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহর নামে একজন যয়ীফ রাবী আছে।"

[১১]

খালফ ইবনে তামীম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমি আলি ইবনে বাক্কার রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা কাকে বলে?'

তিনি উত্তরে বললেন, 'এই যে, তিনি তোমাকে ও পাপাচারীদের একসাথে রাখবেন না।'

[১২]

সুলাইমান ইবনুল হাকাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, "জনৈক ব্যক্তি আরাফার ময়দানে এভাবে দুআ করছিল,

'হে আল্লাহ, আমাদের অন্তরে তোমার একত্ববাদ বদ্ধমূল করার পর জাহান্নামের শাস্তি দিয়ো না।'

বর্ণনাকরী বলেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আবেগমাখা কণ্ঠে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার মনে হয়-না, তুমি তোমার অফুরন্ত ক্ষমা থাকা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি দেবে। আর যদি শাস্তি দাও-ও, তবে আমাদের গুনাহের কারণেই দেবে। আর তা এই যে, সারাজীবন তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যাদের সঙ্গে শত্রুতা রেখেছি তাদের সাথে জাহান্নামে একই সেলে কয়েদ করে রাখবে!'"

[১৩]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আমার দয়া আমার গোস্বা থেকে অগ্রণী।"

---

১ সহিহ বুখারি: ৩০৯০, ৭১০৬; সহিহ মুসলিম: ২৭৫১; মুসনাদে আহমাদ: ৮১২৭, ৮৭০০।

[১৪]

হাকিম ইবনে জাবের রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, "হযরত ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি মুমিনদের মুশরিকদের হাসির পাত্র বানিয়েন-না।'"

[১৫]

আবু হাফস ছায়রাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, উমার ইবনে যর রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন খুব কাঁদতেন,

وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ

তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। (১৬:৩৮)

তখন তিনি বলতেন, 'আমরাও আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করছি যে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। তোমার কী অভিমত, আল্লাহ কি তাদের এবং আমাদের আখিরাতে একই স্থানে রাখবেন?'

আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া বলেন, 'এ বলে আবু হাফস রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক কাঁদলেন।'"

[১৬]

উমার ইবনে যর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "আমার রবের কাছে আমার দুটি আশা আছে। তার একটি এই যে, তিনি আমাকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন না। যদি দেনও তবু তাঁর অংশী স্থাপনকারীদের সাথে চিরকাল রাখবেন না।"

[১৭]

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাজালী রহ. বলেন, "আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, উমার ইবনে যর রহ. হজ্জ করার সময় মানুষ তার নিকট সমবেত হয়ে

আবদার জানাল, 'আমাদের জন্য দুআ করুন।'

তিনি বললেন, 'করছি...

হে আল্লাহ, মুসা আলাইহিস সালামের বিপক্ষে জাদু প্রদর্শনের দিন আপনি জাদুকরদের দয়া করেছেন। সেদিন তাদের প্রতি যেরূপ দয়া করেছেন, ঠিক তদ্রূপ দয়া করুন ওই জাতির প্রতি, যারা সৃষ্টিলগ্ন থেকেই জাদুকরদের মতো (অবাধ্য)।'"

[১৮]

উমার ইবনে খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত[১], "একবার নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কিছু বন্দী নিয়ে আসা হয়। বন্দীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল। তার স্তন ছিল দুধে পূর্ণ। সে বন্দীদের মধ্যে কোনো শিশু পেলে তাকে কোলে তুলে নিত এবং দুধ পান করাত।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আমাদের বললেন, 'তোমরা কি মনে করো, এ স্ত্রী-লোকটি তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে?'

আমরা বললাম, 'না, সে তা পারে-না।'

তিনি বললেন, 'এ স্ত্রী-লোকটি তার সন্তানের ওপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর তার চেয়েও বেশি দয়ালু।'"

[১৯]

আবু হুরাইরাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "যদি মুমিন বান্দা জানত যে, কী ভীষণ শাস্তি আল্লাহ তাআলার কাছে তৈরি রয়েছে তাহলে কেউই জান্নাতে প্রবেশের কামনা করত না।

আর যদি কাফিররা জানত যে, আল্লাহর কাছে কী অপরিসীম দয়া রয়েছে, তাহলে তাদের কেউই জান্নাতে প্রবেশের আশা হতে নিরাশ হতো না।"

১ সহিহ বুখারি: ৫৭৬৫; সহিহ মুসলিম: ২৭৫৪।

২ সহিহ মুসলিম: ২৭৫৫; সুনানে তিরমিযী: ৩৫৪২; মুসনাদে আহমাদ: ৮৪১৫।

[২০]

মুহারিব গোত্রের শাখা 'খুদর' গোত্রের আমের আর্‌রাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "আমি নিজ শহরেই ছিলাম। এমন সময় আমরা কিছু পতাকা উড্ডীন দেখতে পেয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করি, 'এসব কী?'

তারা বলল, 'এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পতাকা।'

এ কথা শুনে আমি রসূলের নিকট আসলাম। তখন তিনি একটি গাছের নিচে তাঁর জন্য বিছানো একটি চাদরের ওপর বসা ছিলেন। তাঁর চারপাশে সাহাবীগণ ঘিরে রেখেছেন। আমি তাদের সাথে বসলাম।

আমরা বসে আছি, এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসল। তার গায়ে চাদর জড়ানো এবং তার হাতে কিছু-একটা ছিল।

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনাকে দেখতে পেয়েই আপনার কাছে উপস্থিত হলাম। গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় আমি পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পাই। আমি সেগুলো ধরে আমার চাদরের মধ্যে রাখি। বাচ্চাগুলোর মা এসে আমার মাথার ওপর চক্কর দিতে লাগল। আমি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের জন্য চাদরের মধ্য থেকে বের করে দিলাম। পাখিটি এসে বাচ্চাগুলোর সাথে মিলিত হলো। আমি সবগুলোকে আমার চাদর দিয়ে লেপটেয়ে ধরে ফেললাম। সবগুলো পাখি এখন আমার সাথে রয়েছে।'

---

১ আবু দাউদ: ৩০৮৯।

- হিজরী সপ্তম শতাব্দীর সুনামধন্য মুহাদ্দিস হাফেজ আব্দুল আজীম আল-মুনজীরী রহ. বলেন, এ হাদিসের সনদে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার অবস্থা জানা যায় না। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা: ১৪৯)

তবে হাফেজ হাইসামী রহ. বলেন, হাদিসটি মুসনাদে বাযযারে হযরত উমর রা. থেকে দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার একটির বর্ণনাকারীগণ সহিহ হাদিসের রাবী (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য)। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৮৫৫৩)

তিনি বললেন, 'সেগুলো বের করে রাখো।'

সুতরাং আমি বের করলাম। কিন্তু মা পাখিটি বাচ্চাদের রেখে যেতে চাইল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বললেন, 'বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটির মায়ায় তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ না?'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল।'

তিনি বললেন, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন! বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটির যে মায়া রয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বান্দাদের প্রতি আরও অধিক মমতাময়। তুমি যেখান থেকে বাচ্চাগুলো ধরে এনেছ মা-সহ তাদের সেখানে রেখে আসো।'

সুতরাং, সে পাখিগুলো সেখানে রেখে এল।"

[২১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি ওই মায়ের চেয়েও বেশি দয়াশীল হবেন, যে মা সন্তানের জন্য শীতল ছায়ায় জমিনে বিছানা বিছিয়ে দেয়। নিজ হাতে তা ঝেড়ে দেয়। যেন তাতে কাঁটা থাকলে আগে তার হাতে বিঁধে। দংশনকারী কিছু থাকলে আগে তাকে দংশন করে।"

[২২]

আবু আইয়্যুব খালেদ ইবনে যায়দ আল-আনসারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

---

১ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৩৫৬৭২; শুআবুল ঈমান: ৬৬০২।
২ সহিহ মুসলিম: ২৭৪৮, ২৭৪৯।

তোমরা যদি গুনাহ না করো[১], তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন।''

[২৩]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, যদি তোমরা গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত (তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত)[৩] আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"

[২৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[৪], নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "যদি বান্দা গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ

---

১ এ হাদিসটির ব্যাখ্যা অন্য এক হাদিস থেকে পাওয়া যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা যদি গুনাহ না করো, তাহলে আমি তোমাদের ব্যাপারে আত্মঅহমিকার মতো মারাত্মক গুনাহের আশঙ্কা করছি।" (মাজামাউয-যাওয়ায়েদ: ১৭৯৪৮; হাফেয হাইসামী রহ. হাদিসটির সনদকে 'জায়্যিদ' বলেছেন।)

আল্লামা ত্বীবী রহ. বলেন, "তোমরা যদি গুনাহ না করো"- এ কথাটি দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টি হালকা করে দেখানো উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি নির্বোধ লোকেরা ধারণা করে বসে আছে। বরং, এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে নেককারদের প্রতি দয়া করতে ভালোবাসেন তেমনি গুনাহগারদের প্রতি ক্ষমা করতেও ভালোবাসেন। অর্থাৎ, তিনি চান-না, সকল মানুষ একেবারে ফেরেশতার মতো গুনাহমুক্ত নিষ্পাপ হয়ে যাক। তাই তিনি মানুষকে গুনাহর প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই প্রবণতা ও আসক্তি সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে আদেশ করেছেন। উপরন্তু গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। দেখুন- ফয়জুল কাদির, হাদিস নং: ৭৫১৭, খণ্ড:৭, পৃষ্ঠা:১৬৩।

২ মুসনাদে আহমাদ: ১৩৪৯৩।

- হাইসামী রহ. বলেন, মুসনাদে আহমাদের সনদে এ হাদিসটির রাবীগণ সকলেই 'সিকা' (নির্ভরযোগ্য); মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৭৬২৪। সপ্তম শতাব্দীর খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হাফেজ জিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী রহ. হাদিসটি উল্লেখ করে সনদটি 'হাসান' বলেছেন।

৩ গুনাহ-ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য ইস্তিগফার পূর্বশর্ত। বিষয়টি মুসনাদে আহমাদের ১৩৪৯৩ নং বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

৪ সহিহ মুসলিম: ২৭৪৮, ২৭৪৯ (আবু আইয়্যুব ও আবু হুরায়রা রা. থেকে); মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৬২২, ৭৬২৩।

এমন বান্দা সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ্ করবে (তারপর ক্ষমা চাইবে), আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।”

[২৫]

হাসান বসরী রহ. বলেন[১], এক বেদুইন সাহাবী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, “ইয়া রসূলাল্লাহ, কিয়ামত দিবসে কে সৃষ্টিকুলের হিসাব নেবেন?’

নবিজি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা।’

সাহাবী বললেন, ‘কাবাগৃহের প্রভুর কসম, আমি সফল হয়ে গেছি। তাহলে তো তিনি স্বীয় হক ছেড়ে দেবেন।’

অথবা তিনি বলেছেন, ‘তাহলে তো তিনি নিজ হকের ব্যাপারে ধর-পাকড় করবেন না।’”

[২৬]

আতা ইবনে মুবারক রহ. বলেন, “জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যখন থেকে আমি জেনেছি আমার হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন; তখন থেকে আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে। কেননা, দয়াবান যখন তার গোলামের হিসাব নেন, অনুগ্রহ করেন।”

---

১ শুআবুল ঈমান: ২৬২, ২৬৩।

- হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল বাইহাকী রহ. বর্ণনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, “এটি মওজু (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নামে বানোয়াটকৃত) রেওয়ায়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আমি তা বর্ণনা করার দুঃসাহস দেখাতে চাই-না। তথাপি বর্ণনাটি বক্তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণেই কেবল উল্লেখ করলাম এবং এর দায়ভার থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম।”দেখুন- শুআবুল ঈমান: ২৬২, ২৬৩; আল-মাকাসিদুল হাসানাহ: ৭৯৭।

[২৭]

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-আযদী রহ. বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদকে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন, 'তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা।'"

[২৮]

আহমাদ ইবনে আবিল হাওয়ারী রহ. বলেন, আমি আবু সুলায়মান আদ-দারানী রহ.-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও তাকে ভয় করে না, সে ধোঁকার মধ্যে আছে।"

[২৯]

মু'তামির ইবনে সুলায়মান বলেন, "আমার পিতা যখন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হন, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার কাছে শরীয়তের শিথিল বিষয়গুলো বর্ণনা করো। যাতে করে আল্লাহর প্রতি আমার সুধারণা জাগরূক থাকে। সে ধারণা নিয়েই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।'"

[৩০]

ইবরাহীম রহ. বলেন[১], "তাঁরা (সাহাবী-তাবেয়ীনরা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে তার কৃত নেক আমলসমূহের তালকীন করা[২] (শোনানো)-কে ভালো মনে করতেন। যাতে করে সে আপন প্রতিপালকের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে পারে।"

---

১ শুআবুল ঈমান: ১০০৭।

২ ব্যক্তিকে তার নেক-আমলের তালকীন করার পাশাপাশি কালিমার তালকীন করতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা মুমূর্ষুকে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু'-এর তালকীন করো।" (সহিহ মুসলিম: ৯১৭)

[৩১]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুবকের নিকট গেলেন। তখন সে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল।

নবিজি বললেন, 'তোমার কেমন লাগছে?'

যুবকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করছি, কিন্তু আবার আমার গুনাহগুলোর কারণে ভয়ও পাচ্ছি।'

নবিজি বললেন, 'যে বান্দার হৃদয়ে এমন সময়ে ভয় ও আশা একত্র হয়, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার আশা পূর্ণ করেন এবং বিপদাশঙ্কা হতে নিরাপদ রাখেন।'"

[৩২]

আবু যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালক থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

'হে আদম সন্তান, যে যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। কোনো পরোয়া করব না।

---

১ তিরমিযী: ৯৮৩; ইবনে মাজাহ: ৪২৬১; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী: ১০৮৩৪; আল-আহাদিসুল মুখতারাহ: ১৫৮৫ (শামেলা)।

- সপ্তম শতাব্দীর খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হাফেজ জিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী রহ. হাদিসটির সনদ 'সহিহ' বলেছেন। [আল-আহাদিসুল মুখতারাহ: ১৫৮৫ (শামেলা)] হাফেজ মুনজিরী 'হাসান' বলেছেন। [আত-তারগীব, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা:১৩৫]ইমাম নববী 'জায়্যিদ' বলেছেন। [খুলাসাতুল আহকাম: ৩১৯৩ (শামেলা)]

২ শুআবুল ঈমান: ১০৪১, ১০৪২; সুনানে দারেমী: ২৮৩০; সুনানে তিরমিযী: ৩৫৪০; আল-আহাদিসুল মুখতারাহ, জিয়াউদ্দীন মাকদেসী: ১৫৭১ (শামেলা)।

- হাদিসটি ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত আনাস রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, "হাদিসটি 'হাসান-গরীব'।" জিয়াউদ্দীন মাকদেসীও আনাস রা.-এর সনদটিকে সহিহ বলেছেন।

আমার সাথে কাউকে কোনো বিষয়ে অংশীদার স্থাপন ব্যতীত পৃথিবীতুল্য গুনাহ নিয়েও যদি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো, আমি তোমার সাথে অনুরূপ পৃথিবীতুল্য মার্জনা নিয়ে সাক্ষাৎ করব। আর তোমার পাপ যদি ঊর্ধ্ব গগনেও পৌঁছে যায়, অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনা করো তাহলে ক্ষমা করে দেব। কোনো পরোয়া করব না।'"

[৩৩]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন জগৎ সৃষ্টির ফায়সালা করেছেন তখনি আরশের ঊর্ধ্বে তাঁর নিকট সংরক্ষিত কিতাবে লিখে রেখেছেন, 'নিশ্চয় আমার রহমত আমার গোস্বা থেকে অগ্রণী।'"

[৩৪]

জাফর ইবনে সুলায়মান রহ. বলেন, আমি সাবেত আল-বুনানী রহ.-কে বলতে শুনেছি, "এক যুবক ছিল যে অন্যায় অপরাধে ডুবে থাকত। তার মা তাকে এ বলে উপদেশ দিত:

'হে বৎস, নিশ্চয় তোমার জন্য একটি দিন নির্ধারিত আছে। সে দিনটির কথা তুমি স্মরণ করো। হে প্রিয় পুত্র, নিশ্চয় তোমার জন্য একটি দিন নির্ধারিত আছে। সে দিনটিকে ভুলে যেয়ো-না।'

যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো তার মা বলল, 'হে বৎস, আমি তোমাকে এই মৃত্যু সম্পর্কেই সতর্ক করতাম। আমি বলতাম, নিশ্চয় তোমার জন্য একটি দিন নির্ধারিত আছে। সে দিনটি তুমি স্মরণ করো।'

ছেলে বলল, 'মা-গো, আমার তো একজন মহান প্রতিপালক আছেন, যিনি অনন্ত দয়াশীল। তার দয়ার কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা হলেও আমাকে বুলিয়ে নেবে বলে আমি আশাবাদী।'

---

১ সহিহ বুখারি: ৩০৯০, ৭১০৬; সহিহ মুসলিম: ৮১২৭; মুসনাদে আহমাদ: ৮৭০০।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা তার সুধারণার কারণে তাৎক্ষণিকই তাকে দয়ার চাদরে আচ্ছাদিত করে নিলেন।'"

[৩৫]

আবু গালেব রহ. বলেন, "ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আমার শামে (সিরিয়ায়) আনাগোনা ছিল। অনেক সময় আবু উমামা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতের জন্যও যাতায়াত হতো। সেখানে কাইস গোত্রের একজন ভালো লোক ছিল। আমি তার কাছে অবস্থান করতাম। আমাদের সাথে তার একজন ভাতিজাও থাকত। সে ছিল চাচার ঘোর বিরোধী। আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করত না। মারধর করলেও কথা শুনত না।

একবার যুবকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। চাচার কাছে সংবাদ পাঠাল। কিন্তু চাচা তাকে দেখতে আসতেও নারাজ।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি যুবকটিকে সোজা তার চাচার কাছে নিয়ে এলাম। চাচা তাকে দেখামাত্রই একরাশ শাসালেন,

'আল্লাহর দুশমন কোথাকার, পাপিষ্ঠ। তুই এমন-অমন করিসনি? এটা-সেটা করিসনি?'

যুবক বলল, 'চাচা আপনার কথা শেষ হয়েছে?'

চাচা বললেন, 'হুম।'

যুবক বলল, 'যদি আল্লাহ্ তাআলা আমার বিষয়টি আমার মায়ের হাতে ন্যস্ত করে দেন, তাহলে তিনি আমার সাথে কী করবেন বলে আপনার ধারণা?'

চাচা বললেন, 'অবশ্যই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে ছাড়বে।'

যুবক বলল, 'আল্লাহর কসম, আমার মায়ের চেয়েও আল্লাহ্ আরও বেশি দয়াশীল।'

এ কথা বলেই সে পরপারে পাড়ি জমাল।

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার জানাযার সাথে ছিলেন।

আবু গালেব বলেন, আমি তার চাচার সাথে কবরে নামলাম। সিন্দুক কবর খনন হয়েছিল, বুগলি করব নয়। কবরের ওপরটা কাঁচা ইট দ্বারা সমতল করে দেওয়া হলো।

একটা ইট কোনোভাবে পড়ে গেল। আচমকা তার চাচা লম্ফ দিয়ে পিছু হটে গেলেন।

আমি বললাম, 'আরে, কী হলো আপনার?!'

তিনি বললেন, 'আশ্চর্য! কবরটা দেখি নূরে নূরান্বিত! আদিগন্ত ব্যাপী প্রশস্ত!'

[৩৬]

মুহাম্মাদ ইবনে আবান হুমাইদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমার একটি ভাগিনা ছিল, যে অপরাধ অনাচারে নিমজ্জিত থাকত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাঁর মা আমার কাছে সংবাদ পাঠাল। উপস্থিত হয়ে দেখি তিনি তার শিয়রে বসে কাঁদছেন।

ভাগিনা বলল, 'মামা, মা কাঁদছে কেন?'

আমি বললাম, 'তোমার সম্পর্কে যা জানে সে কারণে।'

ভাগিনা বলল, 'তিনি কি আমার প্রতি দয়াশীল নন?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

ভাগিনা বলল, 'আল্লাহ তো আমার প্রতি তার চেয়েও বেশি দয়াশীল।'

মৃত্যুর পর অন্যদের সাথে মিলে তাকে কবরে নামালাম। একটি ইট ঠিকঠাক করতে গিয়ে কবরের অভ্যন্তরে উঁকি দিলাম। হঠাৎ দেখি তা দৃষ্টিসীমা পরিমাণ প্রশস্ত। একজনকে বললাম, 'আমি যা দেখেছি তুমিও কি তা দেখেছ?'

সে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকেও আল্লাহ অনুরূপ দান করুন।'

আমার মন সায় দিল, 'এ সাফল্য হয়তো তার সে কথার বদৌলতেই হবে!'"

[৩৭]

ইয়হইয়া ইবনে ইয়ামান রহ. বলেন, আমাকে সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেছেন, "আমার হিসাব আমার পিতার কাছে অর্পণ করা হোক—এটা আমি পছন্দ করি না। আমার প্রতিপালক তো আমার পিতা থেকেও অধিক দয়াশীল।"

[৩৮]

মুরাজ্জা ইবনে ওদা' রহ. বলেন, "এক যুবক সর্বদা পাপকার্যে লিপ্ত থাকত। অন্তিম শয্যায় তার মা বলল, 'হে আদরের ছেলে, বিদায়কালে কোনো আবদার আছে কি?'

ছেলে বলল, 'হ্যাঁ, আমার আংটিটি খুলবেন না। এতে আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা-বাক্য লেখা আছে। হতে পারে আল্লাহ্ আমাকে দয়া করবেন।[১]'

বর্ণনাকারী বলেন, মারা যাবার পর তাকে আমি স্বপ্নে দেখলাম। সে বলল, 'আমার মা-কে জানাবেন, ওই প্রশংসা-বাক্য আমার উপকারে এসেছে। আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'"

[৩৯]

বিশর ইবনে মু'আয রহ. থেকে বর্ণিত, আব্বাদ আল-মিনক্বারী রহ. বলেন, "আমি একদিন গোরস্থানে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম তিন ব্যক্তি একটা জানাযা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সাথে একজন মহিলাও আছে। আমিও তাদের সাথে লাশ বহন করে গোরস্থানে পৌঁছলাম।

আমি বললাম, 'তোমাদের সাথির জানাযা পড়ে নাও।'

---

১ কুরআনের আয়াত, আল্লাহর প্রশংসা, কালিমা ইত্যাদি লিখিত আংটি বা চিরকুট মাইয়্যেতের সাথে কবরে দেওয়া জায়েয নেই। কেননা, এর দ্বারা এগুলোর অবমাননা হয় এবং অযথা সম্পদ নষ্ট হয়। তবে শুধু বরকতের উদ্দেশ্যে মাইয়্যেতের শরীরে বা কাফনে হাতের আঙুলের দ্বারা কালিবিহীন অক্ষরে বিসমিল্লাহ্ বা কালিমা লিখা কিছু শর্তসাপেক্ষে জায়েয- (১) এর দ্বারা মাগফেরাত হওয়ার আকীদা না রাখা। (২) এ কাজটাকে জরুরি মনে না করা। (৩) প্রথা বানিয়ে না নেওয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৩/১৮৫; আল-মাওসূআ'তুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যা, ১১/২২, ফতওয়ায়ে রহিমিয়া, ৭/১০৫)

তারা বলল, 'আপনি পড়ান। আমরা তো শুধু বহনকারী।

অগত্যা জানাযাটা আমিই পড়ালাম। তারপর সবাই মিলে দাফন সম্পন্ন করলাম। আমি বসে একটু জিরাচ্ছি। দু-চোখে তন্দ্রা নেমে এল। ইতিমধ্যে এক স্বপ্ন দেখলাম! আমাকে কেউ বলছে, 'মৃত ছেলেটিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'

চমকে গেলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল। তার ব্যাপারে খোঁজ নিলাম।

একজন বলল, 'ওই মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তো তার মা।'

সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কারণ জানতে চাইলেন। সপ্নের কথা বলার পর যুবকের মা-ও তার সব কথা খুলে বললেন,

'আমার সন্তান পাপের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলো তখন বলল, 'মা-গো, আমার দু-গালে মাটি মেখে দাও।' আমি তা-ই করলাম।

তারপর সে বলল, 'মা, তোমার পা দিয়ে আমার গাল পদদলিত করে দাও। আর আল্লাহর কাছে আমার জন্য রহমত ভিক্ষা চাও। হয়তো আল্লাহ দয়া করবেন। আর আমার আংটির পাথরটি খুলে আমার হাতে দাও। তাতে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা আছে। হয়তো তা আমার কাজে আসেবে। আমি ছেলের কথামতো সব করেছি।'"

গ্রন্থকার ইবনে আবিদ-দুনিয়া রহ. বলেন, আমি বিশর ইবনে মু'আয রহ.-কে বললাম, 'আব্বাদ থেকে এ ঘটনাটি আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছে?'

তিনি বললেন, 'আমাদের এক আস্থাভাজন সাথি বর্ণনা করেছে।'

[৪০]

আব্দুল্লাহ আল মারওয়াজী রহ. বলেন, "এক বেদুইন অসুস্থ হলে তাকে বলা হলো, 'তুমি তো মারা যাবে।'

সে বলল, 'আমি কোথায় যাব?'

লোকেরা বলল, 'আল্লাহর কাছে যাবে।'

সে বলল, 'তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে তো আমি দেখি না। তাঁর কাছে যেতে আমার কষ্ট কিসের!'"

[৪১]

মুফাজ্জল ইবনে গাস্সান রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "নজর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাজেম রহ.-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন,

'আমি মৃত্যুবরণ করি অথবা আমাকে উবুল্লা নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হোক, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহর শপথ, আমি তো আমার রবের রাজত্ব থেকে বের হয়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছি না। আর তিনি যখনই আমার কোনো অবস্থার পরিবর্তন করেছেন, পূর্বের তুলনায় অধিক কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছেন।'"

[৪২]

আমর ইবনে যুবায়ের রহ. বলেন, "সালামা ইবনে আব্বাদ ইবনে মনসূর মৃত্যুবরণ করলে আমরা তার পিতার কাছে যাই। সন্তান হারিয়ে তিনি খুব শোকাহত ছিলেন। তার সঙ্গী-সাথিরা বলল, 'হে আবু সালামা, তোমার থেকে এমন ধৈর্যচ্যুতি কাম্য নয়।'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তো তার বিরহ-বিচ্ছেদে কাঁদছি না। কিন্তু সে এমন অবস্থায় মারা গেছে, আমার কামনা ছিল আরও ভালো অবস্থায় মারা যাক!'

যখন কবরে রাখা হলো তখন তার পিতা বললেন, 'হে বৎস, আল্লাহর কসম, তুমি শ্রেষ্ঠতম দয়ালুর কাছে যাচ্ছ।'

পরের দিন তার সাথে সাক্ষাতে গেলাম। এক ব্যক্তি এসে শোনাল,

'আমি গতরাতে সালামাকে স্বপ্নে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: কী অবস্থা?'

সে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'

জিজ্ঞেস করলাম: 'কিসের বদৌলতে?'

সে বলল, 'আমি একদিন অমুক গোত্রের মুআজ্জিনের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম।

সে সাক্ষ্য দিচ্ছিল: আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। আমিও তার সাথে সাক্ষ্য দিই।'

এ ঘটনা যেন আবু সালামার বুকের ওপর থেকে যাতনার এক পাহাড় সরিয়ে দিল।"

[৪৩]

হাকিম ইবনে জা'ফর রহ. বলেন, 'মুযর রহ.-এর এক সন্তান মারা যায়। সে মন্দ চরিত্রের অধিকারী ছিল। সন্তানের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন।

আমরা তাকে বললাম, 'আপনার মতো এমন বিপদের সম্মুখীন অনেকেই হয়। আপনি সন্তানের জন্য ব্যথিত হচ্ছেন। আমরা তো আশাবাদী সে আপনার জন্য পরকালের সঞ্চয় হবে। আর তার মাধ্যমে আপনার স্থায়ী কল্যাণ অর্জিত হবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'তার বিরহ-বিচ্ছেদে কিংবা তার ভালোবাসার আতিশয্যে আমি অস্থির নই। আল্লাহর কসম, আমার অস্থিরতা শুধু তার গুনাহের কারণে।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি আপন প্রভুর সাথে গভীর ভাবদ্যোতনায় নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। একান্ত আলাপচারিতায় ডুবে গেলেন,

'হে প্রভু, তুমি ভালো করেই জানো, কেন আমি তার জন্য অস্থির। কেন আমি তার জন্য শঙ্কিত, ভীত। আর তা এই যে, তার অবাধ্যতার দরুন হয়তো তুমি তার প্রতি দয়ার্দ্র হবে না।'

অতঃপর তাকে যেন আল্লাহ বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা করো। আমি ক্ষমা করব না।'

তখন সে বলল, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পিতা বানিয়েছেন। সন্তানের প্রতি

পিতার যে স্বভাবজাত দয়া-মায়া, তাও ঢেলে দিয়েছেন। তবু আমার এ দয়া আপনার অফুরন্ত দয়ার সামনে অণু পরিমাণও নয়, যে অফুরন্ত দয়া আপনি প্রদর্শন করবেন, আমার সন্তান ও অপরাধীদের প্রতি।'"

বর্ণনাকারী বলেন, 'তারপর যখনই সন্তানের কথা মনে পড়ত তিনি বলতেন: 'তাকে সেই সত্তার কাছে সঁপে দিয়েছি, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'"

[৪৪]

আবু ক্বাতাদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন[১], "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি কি তোমাদের বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না?

তাদের একজন সম্পর্কে বনি ইসরাঈল মনে করত সে ধর্মে-কর্মে, জ্ঞানে-গুণে, আচার-আচরণে অপর জনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে মনে করত সে নিজের ওপর জুলুমকারী, অবাধ্য।

একদিন প্রথমজনের কাছে দ্বিতীয় জনের আলোচনা উত্থাপিত হলো। তখন সে মন্তব্য করল যে, 'আল্লাহ তাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না।'

আল্লাহ তাআলা বললেন, '(এত বড় স্পর্ধা!) সে কি জানে-না আমি সকল দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু! সে কি জানে না আমার দয়া আমার ক্রোধের ওপর প্রবল! শুনে রাখো, আমি তার জন্য রহমতের ফায়সালা করলাম; আর এর জন্য আযাবের।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর নামে শপথ করে তাঁর একান্ত বিষয়ে কিছু বলার স্পর্ধা দেখিয়ো না।'"

---

১ হিলয়াতুল আওলিয়া: ১২২৯৪;

- এ হাদীসের সনদে একজন রাবী আছে যার অবস্থা জানা যায় না। তবে হাদিসটির এই অংশ-"আমার দয়া আমার ক্রোধের ওপর প্রবল।" সহিহ বুখারি: ৩০৯০; সহিহ মুসলিম: ৮১২৭ এ আছে।

[৪৫]

জমজম ইবনে জাউস আল-হিফ্‌ফানী রহ. বলেন[১], "আমি আমার এক সঙ্গীর তালাশে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করি। হঠাৎ দেখি সেখানে কৃষ্ণ চোখ ও চকচকে দাঁতের উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি। পরক্ষণেই তিনি আমাকে ডাকলেন: 'হে ইয়ামামী (ইয়ামামের অধিবাসী)! কাছে এসো তো।'

আমি কাছে আসলাম।

তিনি বললেন, 'কখনো কারও ব্যাপারে আল্লাহর নামে শপথ করে বোলো না যে, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না, কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।'

আমি বললাম, 'আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?'

তিনি বললেন, 'আমি আবু হুরায়রা।'

আমি বললাম, 'আপনি আমাকে এমন কথা বলতে বারণ করেছেন, যা আমি রাগান্বিত হলে পরিবার-পরিজনকে বলে থাকি।'

তিনি বললেন, 'এমন কথা বোলো না। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু-ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন পাপ কাজ করত এবং অন্যজন সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যখনই ইবাদাতগুজার ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দেখত, তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলত।

একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, 'তুমি এমন কাজ হতে বিরত থাকো।'

সে বলল, 'আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার ওপর

---

১ আবু দাউদ: ৪৯০১; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৮২।

- হিজরী নবম শতাব্দীর প্রথিতযশা মুহাদ্দিস, হাফেয যয়নুদ্দীন আল-ইরাকী রহ. আবু দাউদের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, 'সনদটি জায়্যিদ (উত্তম)'। দেখুন- আল্লামা মুর্তাজা আয- যাবিদীর রচিত 'ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন', খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৬৭।

পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে?'

সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না; অথবা তোমাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।[১]'

আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা তাদের জান কবজ করে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হলেন।

তিনি পাপীকে বললেন, 'তুমি যাও, আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো।

আর ইবাদাতগুজার ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি তো আমার বান্দাকে আমার রহমত পেতে বাধা দিয়েছ। আমার রহমত কি তোমার ক্ষমতাধীন?!

হে ফেরেশতারা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন[২], 'সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গেছে।'"

[৪৬]

জুনদুব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[৩], নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, 'অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ তাআলা বললেন, 'এমন কে আছে, যে আমার নামে হলফ করে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।'"

---

১ কেননা, এ ব্যক্তি তার উপরোক্ত কথার মাধ্যমে আল্লাহর মহান 'রুবুবিয়্যাত' (প্রভুত্ব)-এ হস্তক্ষেপ করেছে এবং তার একক সৃষ্টি-ক্ষমতায় অনধিকার চর্চা করেছে। দেখুন- শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ দা.বা. রচিত আল-আহাদিসুল কুদসীয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৪৪৬।

২ এই অংশটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য নয়; বরং বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা রা. এর বক্তব্য। এ বিষয়টি আবু দাউদ এর ৪৯০১ নং হাদীসের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

৩ সহিহ মুসলিম: ২৬২১; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৬৮১।

[৪৭]

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], জনৈক ব্যক্তি পূর্ববর্তী কারও সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল: 'আল্লাহ তাকে কস্মিনকালেও ক্ষমা করবেন না।'

তদানীন্তন নবির কাছে আল্লাহ তাৎক্ষণিক অহী পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন:

'আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার আমলকে বরবাদ করে দিলাম। আমার একান্ত বিষয়ে এত বড় দুঃসাহসিক মন্তব্য!'"

[৪৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জনৈক আনসারী মহিলা সাহাবী তার দশ জন সন্তানকে সাথে নিয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন: 'এরা আমার সন্তান। এদের নিয়ে আপনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুন।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাদের নিয়ে জিহাদে বের হতেন। মা তাদের খোঁজ-খবরও রাখতেন। দেখতে দেখতে তাদের সাত জন শহীদ হয়ে গেল। তাদের মা জানতে পেরে বড্ড আনন্দিত হলেন। এমনকি যারা জীবিত আছে তাদের তুলনায় শহীদদের প্রতি বেশি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। অবশেষে দেখা গেল সবচেয়ে ছোটজন শুধু বেঁচে আছে। তার স্বভাবে কিছুটা উগ্রতা ছিল। একদিন সেও অসুস্থ হয়ে পড়ল। মা শিয়রে বসে সন্তানের সেবা করছে, আর কাঁদছে।

ছেলে বলল, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন? আমার শহীদ ভাইয়েরা আমার চেয়ে ভালো ছিল। তাদের মাঝেই তোমার কল্যাণ লুক্কায়িত। আর আমি তো তোমার অবাধ্যতায় ডুবে ছিলাম।'

মা বলল, 'এ কারণেই তো আমি কাঁদছি।'

---

১ এই বর্ণনার মূল বক্তব্যের জন্য ৪৬ নং বর্ণনা দেখুন।

ছেলে বলল, 'মা, তোমার সামনে যদি একটি অগ্নিকুণ্ড থাকে তুমি কি আমাকে তাতে ফেলে দেবে?'

মা বলল, 'না।'

ছেলে বলল, 'আল্লাহ্ আমার প্রতি তোমার চেয়েও বেশি দয়ালু।'

নবিজি তার মা-কে জানালেন, 'তোমার ছেলে যেহেতু আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা রেখেছিল, তাই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।'"

[৪৯]

নবিজির আযাদকৃত গোলাম ছাওবান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "কুরআনের এই একটি আয়াতের বিনিময়ে যদি আমাকে সমুদয় দুনিয়া দিয়ে দেওয়া হয় তবু আমি তা চাই না। আয়াতটি এই,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ،
إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
(৩৯:৫৩)

---

১ মুসনাদে আহমাদ: ২২৩৬২; আল মু'জামুল আওসাত্ব: ১৭৪;
- হাইসামী রহ. বলেন, 'ত্ববারানীর সনদটি "হাসান"। মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১১৩১৩; হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফতহুল বারীতে এনেছেন ৪৮১০।

[৫০]

আবিল কা'নূদ রহ. থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু একবার এক বক্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন জাহান্নামের আলোচনা করছেন।

ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে উপদেশকারী! কেন লোকদের নিরাশ করছ? অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
(৩৯:৫৩)

[৫১]

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন[২], "আমার নিকট কুরআনের সর্বাধিক প্রিয় আয়াত হলো এটি,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।
(৪:৪৮)

---

১ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৩৫৩৫৪; শুআবুল ঈমান: ১০৫৩; তাফসীরে ত্বাবারী: ৩০২১৯।

২ তিরমিযী: ৩০৩৭।

- ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, 'হাদিসটি হাসান-গরীব।'

[৫২]

আলী ইবনে আবি তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "কৃত অপরাধের কারণে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই শাস্তি দেবেন আখিরাতে আর তাকে শাস্তি দেবেন-না। কেননা, তিনি তো পরম ইনসাফগার।

আর যার গুনাহকে দুনিয়াতে ঢেকে রাখবেন তার গুনাহকে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করবেন-না। কারণ, তিনি মহানুভব মহান সত্তা।"

[৫৩]

সাঈদ ইবনে সা'লাবা আল ওর্‌রাক রহ. বলেন, "আমরা একবার সীরাফ নামক শহরের উপকূলীয় এলাকায় এক বুযুর্গের সাথে রাত্রি যাপন করলাম।

হঠাৎ তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং কোনো কথা না বলে কাঁদতেই থাকলেন। এমনকি আমরা রাত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। একপর্যায়ে তিনি করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'আমার পাপ অনেক বেশি, আপনার ক্ষমা তো তার চেয়েও বেশি। তাই হে দয়াময়, আপনার অফুরন্ত ক্ষমা দিয়ে আমার পাপরাশি মুছে দিন।'

এ কথা শোনামাত্রই সবাই ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠল।"

[৫৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে শুমাইত রহ. বলেন, "আমার পিতা একদিন গুনাহের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যাকুল হলেন। কাকুতি-মিনতি করে বলতে লাগলেন:

---

১ তিরমিযী: ২৬২৬; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৩।

- ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন,'হাদিসটি হাসান-গরীব।' ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। তার সাথে হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত হাফেজে হাদিস ইমাম যাহাবী রহ. সহমত পোষণ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজারও হাকেম-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।
  ফতহুল বারী: ১৮।

'হে আল্লাহ, আমি যে অপরাধ করেছি তা যতই বিরাট হোক না কেন, তোমার প্রশস্ত দয়ার সামনে তা-তো অতি তুচ্ছ।'"

[৫৫]

মিসমা' রহ. বলেন, আরবের এক বিদুষী ধার্মিক নারী বলেন, "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, 'হে প্রভু! গুনাহগারদের প্রতি আপনার ঢিল দেওয়া আমাকে আশান্বিত করছে, আপনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন।

হে আল্লাহ, আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি আপনার ক্ষমা পেয়েছে সে-ই আপনার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়েছে।

হে প্রভু, দয়া করুন আপনার সৃষ্টির প্রতি, করুণা করুন আপনার বান্দার প্রতি।"

[৫৬]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত[১], রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "বান্দার জন্য ক্ষমার দরজা উন্মুক্ত থাকে, যতক্ষণ সে 'হিজাব'-এ লিপ্ত না হয়।

জিজ্ঞাসা করা হলো, ''হিজাব' কী?'

নবিজি বললেন, 'শিরক।'

'যে কেউ শিরক-মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে আল্লাহর ক্ষমার উপযুক্ত হবে। তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন, কিংবা শাস্তি দেবেন।'

অতঃপর বর্ণনাকারী বললেন, 'আমার মনে হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন,

---

১ হাদিসটির সনদে 'মুসা ইবনে উবাইদাহ আর-রবাজি' নামক একজন যয়ীফ রাবী আছে।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা শিরক করাকে ক্ষমা করেন-না। এছাড়া অন্য সকল গুনাহ যে কাউকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।"

(৪:৪৮)

[৫৭]

আবু আমের রহ. বলেন[১], আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে একদিন নবিজির মিম্বরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি,

"এমনি এক মাসে, এমনি এক দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছিলেন: 'হে লোকসকল, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করো। কেননা, আল্লাহ তাঁর বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করেন।'"

[৫৮]

ফাযালাহ ইবনে উবাইদ এবং উবাদা ইবনে ছামেত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন,

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন। শুধু দু-

১ বর্ণনাটির 'মারফু' অংশ, অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অংশটুকু হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে শুআবুল ঈমান নামক কিতাবের ১০১২ নং হাদিসে আছে। আর মারফু-অংশটিতে দুটি বাক্য আছে, যার প্রথমটি হযরত জাবের রা. থেকে ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তা 'সহিহ' বলেছেন। আর দ্বিতীয় বাক্যটির মর্ম সহিহ সূত্রে বিভিন্ন হাদিসে এসেছে। বক্ষ্যমাণ কিতাবের ৩নং হাদিসের টীকা দ্রষ্টব্য।

২ মুসনাদে আহমাদ: ২২৭৯৩, ২৩৯২৪।

- হিজরী অষ্টম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফাসসির, বিখ্যাত ঐতিহাসিক, হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর রহ. বলেছেন, 'হাদিসটির সনদ 'হাসান'। দেখুন- জামেউল মাসানিদ: ৪৯০৯।
  ইমাম হাইসামী রহ. বলেছেন সনদটির রাবীগণ সকলেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু একজনের মধ্যে দুর্বলতা আছে। দেখুন- মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৮৫৫৭।

জন বাকি থাকবে। তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ হবে। যাওয়ার সময় একজন শুধু ফিরে ফিরে চাইবে।'

আল্লাহ্ বলবেন, 'তাকে ফিরিয়ে আনো তো।'

ফেরেশতারা তাকে ফিরিয়ে আনলে আল্লাহ্ বলবেন:

'কী হলো, ফিরে ফিরে চাও কেন?'

সে বলবে, 'আমার আশা, আপনি আমাকে জান্নাত দেবেন।'

আল্লাহ্ বলবেন, 'যাও, তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিলাম।'

লোকটি জান্নাতে গিয়ে বলবে, 'আমার প্রভু আমাকে এত দিয়েছেন যে, সারা জান্নাতবাসীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেও সামান্য কমবে না।'"

বর্ণনাকারী বলেন, 'এ ঘটনা বলার সময় নবিজির বদন আনন্দে ঝলমল করছিল।'"

[৫৯]

আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "জাহান্নামে প্রবেশকারীদের মধ্যে দু-ব্যক্তি খুব উচ্চঃস্বরে আর্তনাদ করতে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, 'এদের দু জনকে বের করে আনো।'

তাদের বের করে আনা হবে।

প্রশ্ন করবেন, 'এত জোরে চিৎকার করছ কেন?'

তারা বলবে, 'আমরা এরূপ করেছি, যেন আপনি আমাদের প্রতি দয়া করেন।'

---

১ সুনানে তিরমিযী: ২৫৯৯।

- ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, 'হাদিসটির সনদ যয়ীফ।'

তিনি বলবেন, 'আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। তবে তোমরা জাহান্নামের যেখানে ছিলে সেখানেই নিজেদের নিক্ষেপ করো।'

উভয়ে সেদিকে অগ্রসর হবে। তবে শুধু একজন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দেবেন।

আর অপরজন উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না।

আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, 'তোমার সাথির মতো তুমি নিজেকে জাহান্নামে ফেললে না কেন?'

সে বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আশা করি আপনি আমাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনার পর আবার তাতে ফিরিয়ে দেবেন না।'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তোমার আশা পূর্ণ করা হলো।'

তারপর আল্লাহ তাআলার রহমতে উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'"

[৬০]

বেলাল ইবনে সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "দু জন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারা এসে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবে।

আল্লাহ বলবেন, 'কেমন হলো তোমাদের বিশ্রামের আবাসন ও হীন প্রত্যাগমন?'

তারা বলেবে, 'জঘন্য বসতি ও নিকৃষ্ট পরিণতি।'

আল্লাহ বলবেন, 'এটা তোমাদের কুকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। আমি তো কারও প্রতি বিন্দু-বিসর্গও জুলুম করি না।'

আল্লাহ তাদের পুনরায় জাহান্নামে ফিরে যেতে আদেশ করবেন।

---

১ হিলয়াতুল আওলিয়া: ৭০৪০। উল্লেখ্য যে, এরূপ ঘটনা পূর্বের ৫৮ ও ৫৯ নং বর্ণনায় গত হয়েছে।

বলামাত্রই একজন হুড়মুড় দৌড়! জাহান্নামের বেড়ি ও শেকলের ওপর রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল! দ্রুতলয়ে তাতে নিজেকে জড়িয়ে নিল।

আরেকজন তখনো গড়িমসি করছে।

আল্লাহ পুনরায় তাদের ফিরিয়ে আনার আদেশ করবেন। বেড়ি-শেকলের ওপর হুমড়ি খেয়েছিল যে তাকে বলবেন, 'কী ব্যাপার! এত তড়িঘড়ি কেন করলে? অথচ বিভীষিকাময় জাহান্নামের বিবরণ তো তুমিই দিয়ে গেলে!'

সে বলবে, 'হে প্রভু, আপনার অবাধ্যতার পরিণাম তো জেনেছি। পুনর্বার আপনার রোষানলে পড়তে চাইনি তাই।'

আর যে গড়িমসি করছিল তাকে বলবেন, 'তোমার কী অজুহাত?'

সে বলবে, 'আপনার প্রতি সুধারণা। আপনি যখন জাহান্নাম থেকে আমাকে বের করেছেন তখনি বুঝেছি: আর তাতে ফিরিয়ে নেবেন না কখনো।'

আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন। তাদের জান্নাতে নিয়ে যেতে আদেশ করবেন।"

[৬১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "নবি-রসূলদের জন্য স্বর্ণের মঞ্চ তৈরি করা হবে। অথবা তিনি বলেছেন: স্থাপন করা হবে। তারা সকলেই তাতে উপবিষ্ট হবেন। কিন্তু আমার মঞ্চ তখনো খালি পড়ে থাকবে।

আমি আপন প্রতিপালকের সামনে উম্মতের ইস্যু নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব। না-জানি আমাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়, আর উম্মত পাছে রয়ে যায়।

১ মুসতাদরাকে হাকেম: ২২০;

- ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটিকে 'গরীব' বলেছেন।
  ইমাম যাহাবী রহ. 'মুনকার' (প্রত্যাখ্যাত) বলেছেন। (সিয়রু আ'লামিন নুবালা, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৪৭৯)

আমি বলব, 'হে প্রভু, তাদের হিসাব আগে করে নিন।'

তাদের ডেকে আল্লাহ হিসাব শুরু করে দেবেন।

কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর রহমতে। কেউ আমার সুপারিশে।

পরিশেষে আমার হাতে এক 'মুক্তি-সনদ' তুলে দেওয়া হবে। যাদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এটি।

এ অবস্থা দেখে জাহান্নামের প্রহরী 'মালেক' বলেই ফেলবে,

'হে মুহাম্মাদ, জাহান্নামের জন্য কাউকেই ছাড়লেন না। আপন প্রভুর গোস্বা নিবারণের কোনো উপায়ই বাকি রাখলেন না।'"

[৬২]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কুরআনে ইবরাহীম আলাইহিস

সালামের দুআ-সম্বলিত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهٗ مِنِّي
وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

"হে আমার প্রতিপালক, এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, তুমি তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

(১৪ : ৩৬)

---

১ সহিহ মুসলিম: ২০২, সহিহ ইবনে হিব্বান: ৭১৯১।

আর ঈসা আলাইহিস-সালাম বলেছেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদের ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(৫ : ১১৮)

তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত! আর কেঁদে ফেললেন।'

তখন মহান আল্লাহ বললেন, 'হে জিবরাঈল, মুহাম্মাদের নিকট যাও—তোমার রব তো সবই জানেন—তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কাঁদছেন কেন?'

জিবরাঈল আলাইহিস-সালাম এসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যা বলেছিলেন, তা আল্লাহকে অবহিত করলেন। আর তিনি তো সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ বললেন, 'হে জিবরাঈল, তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, 'নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব, আপনাকে লজ্জিত করব না।'"

[৬৩]

জনৈক কুরাইশী শায়খ থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন,

'আপনি চাইলে আপনার উম্মতের ফায়সালা আপনার হাতে ন্যস্ত করা হবে।'

নবিজি বললেন, 'না, হে প্রভু, আপনিই তো তাদের জন্য অধিক কল্যাণময়।'

---

১ মুসনাদে আহমাদ: ২৩৩৩৬ (হযরত হুযাইফা রা.-এর সূত্রে)।

- হাফেজ হাইসামী রহ. হুযাইফা রা.-এর সূত্রটিকে 'হাসান' বলেছেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৬৭১১)

তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে জানালেন, 'তাহলে তাদের ব্যাপারে আপনাকে লজ্জিত করছি না।'"

[৬৪]

ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন,

"যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতি অনুধাবন করতে পারতে, তাহলে আশার ভেলায় গা ভাসিয়ে বসে থাকতে। কোনো আমলই করতে না।

আর যদি তোমরা তাঁর গোস্বার তীব্রতা অনুধাবন করতে, তাহলে কোনো আমলই তোমাদের উৎকণ্ঠা দূর করত না।"

[৬৫]

কৃতাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, "আমরা এ সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন,

'বান্দা যদি আল্লাহর ক্ষমার ব্যাপ্তি জানত, তাহলে হারাম থেকে বাঁচত না। আর যদি তাঁর শাস্তির প্রচণ্ডতা জানত তাহলে অবশ্যই আত্মহননের পথ বেছে নিত।'"

[৬৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে আউন রহ. বলেন[৩], "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এত বেশি ক্ষমা করবেন, যা মনুষ্য-হৃদয় অনুধাবন করতে অক্ষম।"

---

১ হাদিসটির প্রথম অংশ 'মুসনাদে বাযযার'- এ হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদটিকে হাফেজ হাইসামী রহ. 'হাসান' বলেছেন। (মাজমাউয-যাওয়ায়েদ: ১৯৬১৩) পূর্ণ বর্ণনাটি হযরত কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত মুরসাল হাদিস দ্বারা সমর্থিত। দেখুন- এই কিতাবের ৬৫নং বর্ণনা।

২ হাদিসটি কাতাদাহ রহ. মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার পর্যন্ত সনদ সহিহ।

৩ আয-যুহদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক: ১৩৬৪ (শামেলা)।

[৬৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আউন রহ. বলেন[১], "মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি একত্ববাদে বিশ্বাসীদের প্রতি ছিলেন সবচেয়ে আশ্বস্ত, সবচেয়ে আশাবাদী। আশাব্যঞ্জক এই আয়াতগুলো তিনি বেশি বেশি পড়তেন,

إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ

তাদের যখন বলা হতো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই,
তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।
(৩৭:৩৫)

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ

'তোমাদের কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?'
তারা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা প্রতিফল দিবস অস্বীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'
(৭৪: ৪২-৪৭

لَا يَصْلَـٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে।
(৯২:১৫)

১ হিলয়াতুল আওলিয়া: ২৩২৯।

[৬৮]

উমার ইবনে ওয়ালীদ রহ. থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "উমার ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. জুমার দিন ঘর থেকে বের হলেন। তিনি ছিলেন শীর্ণকায় মানুষ। যথারীতি তিনি খুতবা পড়লেন।

তারপর বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো ভালোকাজ করলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। আর কেউ মন্দকাজ করে বসলে এস্তেগফার করবে। পুনঃবার করে ফেললে আবার এস্তেগফার করবে। আবার করলে আবারও এস্তেগফার করবে। কারণ, ভাগ্যের লিপি খণ্ডিত হবে না। যা লেখা তা-ই করতে হবে।'"

[৬৯]

মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. বলেন[২], "হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বেশি আশা-সঞ্চারক। উপস্থিত শ্রোতারা বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করল। যেমন:

وَمَن يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا

যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়।

[সুরা নিসা ৪:১১০]

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সবচেয়ে বেশি আশা-সঞ্চারক আয়াত হলো,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

---

১ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৩৫০৮২।

২ তাফসীরে ত্বাবারী: ৩০২১৮।

- মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. পর্যন্ত সনদ সহিহ। তবে তাঁর ও হযরত আলী রা.-এর মাঝে 'ইনকিত্বা' (বিচ্ছিন্নতা) আছে। এ প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ কিতাবের ৪৯ নং বর্ণনাটি দ্রষ্টব্য।

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯:৫৩)

[৭০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন[১], "কুরআন শরীফের সবচেয়ে বেশি স্বস্তিদায়ক আয়াত হলো সূরা গুরাফের এই আয়াত,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৯:৫৩)

[৭১]

আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

চার ব্যক্তিকে (অন্য বর্ণনায় দুই ব্যক্তিকে) জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আল্লাহর সমীপে তাদের উপস্থিত করা হবে। পুনরায় তাদের জাহান্নামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ হবে।

তন্মধ্যে একজন পশ্চাৎ পানে ফিরে ফিরে চাইবে! আর বলবে, 'হে আমার রব, যখন আমাকে এ জাহান্নাম থেকে বের করেছেন, তখন আমাকে আর সেখানে ফিরিয়ে

---

১ আল-আদাবুল মুফরাদ: ৪৯৩; আল-মু'জামুল কাবীর, ত্ববারানী: ৮৬৬০, ৮৬৬১।
- হাফেজ হাইসামী রহ. বলেছেন, 'ত্বরানীর সনদের রাবীগণ সবাই সহিহ হাদিসের রাবী। তবে 'আসেম ইবনে বাহদালা' সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১১৪২২, ১১৪২৩)

২ সহিহ মুসলিম: ২৯১ ; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৩১।

নেবেন না।'

আল্লাহ তাআলা এ লোকটিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।"

[৭২]

আসমা ইবনে ইয়াযিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন[১], আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا—وَلَا يُبَالِيْ— إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন— কোনো পরোয়া করবেন-না— তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৩৯:৫৩)

[৭৩]

আনাস ইবনে মালেক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'মুমিনের পাপ তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। যেমনিভাবে কাফেরের পুণ্য তাকে কুফুরির গণ্ডি থেকে বের করে আনে না।"

[৭৪]

১ তিরমিযী ৩২৩৭; মুসতাদরাকে হাকেম: ২৯৮২।

- ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান-গরীব' বলেছেন।

২ হাদিসটির সনদে 'উমার ইবনে শাকের' নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।

বুরাইদা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "জান্নাতীরা হবে এক শ বিশ কাতার। তন্মধ্যে আমার উম্মত হবে আশি কাতার।"

[৭৫]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "আদম আলাইহিস-সালাম হজ্জের কার্যাবলি সম্পন্ন করে আবৃত্বাহ নামক স্থানে ছিলেন।

ফেরেশতারা এসে তাকে সালাম জানালেন: 'আস-সালামু আলাইকুম, হে আদম! অমরা তো এই বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করেছি আপনার দুই হাজার বছর পূর্বে।'

আদম আলাইহিস-সালাম আল্লাহকে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি যে হজ্জের কার্যাবলি সম্পন্ন করলাম এতে আমার কী প্রতিদান?'

আল্লাহ বললেন, 'তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে।'

আদম আলাইহিস-সালাম আল্লাহকে বললেন, 'আমি চাই, আমাকে এবং আমার সন্তানদের ক্ষমা করে দেওয়া হোক।'

আল্লাহ তাকে জানালেন, 'তোমাকে তো আমি জান্নাতে থাকতেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আর তোমার সন্তানদের মধ্যে যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে, আমি তাদের ক্ষমা করে দেব।'

---

১ সুনানে তিরমিযী: ২৫৪৬; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৭৪১৬, ৭৪১৭; মুসতাদরাকে হাকেম: ২৭৩।

- ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।
  ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

২ বর্ণনাটির সনদে 'হাইসাম ইবনে জাম্মায' নামক একজন দুর্বল রাবী আছে।(আল-কামেল, ইবনে আদি)

[৭৬]

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক্ক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইসহাক আলাইহিস-সালাম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিজেকে কুরবানীর জন্য সঁপে দিলেন। এর বদৌলতে তাকে একটি 'অব্যর্থ-দুআ' এর অনুমতি প্রদান করা হলো।

তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, যারা বলেছে: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-তাদের জান্নাতে প্রবেশ করান।'"[১]

[৭৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, "'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর দলভুক্তদের কবরে একাকিত্ব লাগবে না। কবর থেকে ওঠার সময়ও না। আমি যেন তাদের দেখছি, তারা তাদের মাথা থেকে ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলছে। আর তারা বলছে: 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করেছেন।'"

[৭৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সময়টা আরাফার দিন সন্ধ্যা। আমি সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর নিকট আসলাম। তিনি হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। নয়নযুগল তাঁর অশ্রুসজল। অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন।

দৃশ্য দেখে আমিও কেঁদে ফেললাম।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কী হলো আপনার?'

---

১ এ বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সন্তানকে জবেহ করতে আদিষ্ট হন, তিনি ছিলেন 'ইসহাক আলাইহিস সালাম'। এটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাছির রহ. দলিল সমৃদ্ধ বিশদ আলোচনা করে বলেছেন, "চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা হলো, তিনি ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।" (তাফসীরে ইবনে কাছির, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা: ২৩)

২ শুআবুল ঈমান, বাইহাকী: ১০০।

- ইমাম বাইহাকী, মুনজিরী, সাখাবী প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিসটিকে 'দুর্বল' বলেছেন। দেখুন- আত-তারগীব: খণ্ড:২, পৃষ্ঠা:২৬৯; আল-মাকাসিদুল হাসানাহ: ৯১৬।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সমাবেশে সবচেয়ে হতভাগা কে?'

বললেন, 'যে ধারণা করে মহান আল্লাহ এদের ক্ষমা করবে না।'"

[৭৯]

ইয়াহইয়া ইবনে উমার আত-তাইমী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মনস্থ করি। সে জন্য সহায়-সম্বল বিক্রি করে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

এ সংবাদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. এর নিকট পৌঁছল। তিনি আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। দীর্ঘদিন থেকেই তাঁর সাথে ওঠা-বসা।

তিনি আমার কাছে আসলেন। বললেন, 'যা হারিয়েছ তা নিয়ে আফসোস কোরো না। তোমার ভাগ্যলিপিতে যা বরাদ্দ আছে তা অবশ্যম্ভাবী।'

তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কল্যাণের পথে আছ। জানো কে তোমার জন্য দুআ করেছে?'

আমি বললাম, 'কে?'

তিনি বললেন, 'তোমার জন্য দুআ করেছে আরশবাহী ফেরেশতারা। তোমার জন্য দুআ করেছে আল্লাহর নবি নূহ আলাইহিস-সালাম। তোমার জন্য দুআ করেছে আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম।'

আমি বললাম, 'উনারা সবাই আমার জন্য দুআ করেছেন?!'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এবং আরও দুআ করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম।'

আমি বললাম, 'কোথায় উনারা দুআ করলেন?!

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাবে! তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ কথা শোনোনি,

الَّذِينَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا...

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা আপন পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদের ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

(৪০:৭)

আমি বললাম, 'আল্লাহর নবি নূহ আলাইহিস-সালাম কোথায় দুআ করেছেন?!

তিনি বললেন, 'কেন! তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ কথা শোনোনি?...

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদের এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করুন।

(৭১:২৮)

আমি বললাম, 'আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস-সালাম কোথায় দুআ করেছেন?!

তিনি বললেন, 'কেন! তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ কথা শোনোনি?

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

(১৪:৪১)

আমি বললাম, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কোথায় দুআ করেছেন?!

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ কথা শোনোনি?

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।
ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্যে।
আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।
(৪৭:১৯)

আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ছিলেন উম্মতের প্রতি অসম্ভব দয়া-পরবশ। অকল্পনীয় অনুগ্রহ-পরায়ণ। তাই উম্মতের ব্যাপারে তাঁর প্রতি অর্পিত নির্দেশ—﴿মুমিনদের জন্য ইস্তিগফার করুন﴾—বাস্তবায়ন করবেন-না, এটা হতেই পারে না।

[৮০]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিবস আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্য আরশের নিকট প্রশস্ত জায়গায় একটি অবস্থান-স্থল থাকবে। তার গায়ে থাকবে দুটি সবুজ কাপড়, যেন তিনি প্রলম্বিত খর্জুর মহিরুহ। তার সন্তানদের কাকে জান্নাতে আর কাকে জাহান্নামে নেওয়া হচ্ছে তা তিনি দেখতে থাকবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, 'আদম আলাইহিস-সালাম হঠাৎ দেখবেন উম্মতে মুহাম্মাদীর একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন তিনি ডাকতে থাকবেন: 'ইয়া আহমাদ! ইয়া আহমাদ!'

১ বর্ণনাটির সনদে কুসাম ইবনে আব্দুল্লাহ নামে একজন রাবী আছে, যার সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াক্বিদ আল-হাররানী নামে আরেকজন রাবী আছে, যার সম্পর্কে ইবনে হাজার 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য) বলেছেন। (তাকরীবুত-তাহযীব)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলবেন, 'হে আবুল বাশার, আমি হাজির আছি।

আদম আলাইহিস-সালাম বলবেন, 'তোমার উম্মতের ওই লোকটাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

(নবিজি বলেন) 'আমি তখন শক্ত করে কোমর বেঁধে ফেরেশতাদের পেছনে দৌড় দেব। বলব, 'হে আমার রবের দূতগণ! থামো, থামো।'

তারা বলবে, 'আমরা বড্ড কঠোর। আল্লাহর আদেশে অবাধ্য হই না। তাঁর নিষেধে জড়াই না।'

নবিজি তখন নিরাশ হয়ে বাম হাতে দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে আরশ-অভিমুখী হয়ে বলবেন, 'হে প্রভু, তুমি না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, উম্মতের ব্যাপারে আমাকে ব্যথিত করবে না।'

তখন আরশের কাছ থেকে ঘোষণা আসবে, 'মুহাম্মাদের কথা মান্য করো। এই লোকটিকে নিজ স্থানে ফিরিয়ে দাও।'

নবিজি বলেন, 'আমি আমার কোমর থেকে আঙুলের মাথার মতো ছোট সাদা একটি চিরকুট বের করব। বিসমিল্লাহ বলে তা মিযানের ডান পাল্লায় রাখব। এতে বদির পাল্লার চেয়ে নেকির পাল্লা ভারী বলে সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথেই ঘোষণা হবে, অমুক সফল হয়েছে! তার চেষ্টা সার্থক হয়েছে! মিজানের পাল্লা ভারী হয়েছে। যাও, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।'

লোকটি বলবে, 'ও ফেরেশতারা, একটু থামো! আল্লাহর কাছে এত মর্যাদাবান ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমাকে জানতে দাও।

সে নবিজিকে বলবে, 'কতই-না সুন্দর আপনার বদনখানি। কতই-না চমৎকার আপনার চরিত্র-মাধুরী। আমার পিতা-মাতা আপনার তরে উৎসর্গ হোক! আপনার পরিচয়টা কী জানতে পারি? আমার পাপ আপনি ক্ষমা করিয়ে দিয়েছেন। আমার অশ্রুর প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন।'

নবিজি বলবেন, 'আমি তোমার নবি মুহাম্মাদ। আর এটি আমার প্রতি তোমার পঠিত দরূদ। সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমাকে তা বুঝিয়ে দিলাম।'"

[৮১]

ইবরাহীম ইবনে আশআছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি ফুযাইল ইবনে 'ইয়ায রহ.-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে জাহান্নামে দিয়ে দেন, তাহলে সেখানে গিয়েও আমি তার রহমতের আশা ছাড়ব না।'"

[৮২]

কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত[১], "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী, যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে?'

তারা বলল, 'জান্নাতী।'

নবিজি বললেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ জান্নাতী।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লোকটি সম্পর্কে তোমাদের কী অভিমত যে আল্লাহর রাস্তায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে?'

তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন।'

নবিজি বললেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ জান্নাতী।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কী বলো যার মৃত্যুর পর দুজন ন্যায়নিষ্ঠাবান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এ সাক্ষ্য দেয় যে,
আমরা তো তাকে ভালোই জানি!'

---

১ এ হাদিসটির সনদে ইসহাক ইবনে কা'ব নামক একজন রাবী আছে, যার সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, "তিনি 'মাজহুলুল হাল' (তার অবস্থা অজ্ঞাত)।"

নবিজি নিজেই জবাব দিলেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ্ জান্নাতী।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম পুনর্বার জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লোক সম্পর্কে তোমরা কী বলো যার মৃত্যুর পর দুজন দাঁড়িয়ে বলে যে, আমরা তার ভালো কিছু জানি না?'

তারা বলল, 'জাহান্নামী।'

নবিজি বললেন, 'বান্দা গুনাহগার। প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ার সাগর।'"

[৮৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন[১], "ওই সত্তার কসম যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, একজন মুমিন বান্দাকে আল্লাহর প্রতি সুধারণার চেয়ে উত্তম কিছু দেওয়া হয়নি।

আল্লাহর কসম, বান্দা আল্লাহর প্রতি যেরূপ সুধারণা পোষণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সেরূপ দান করেন। কল্যাণের চাবিকাঠি তো তারই হাতে।"

[৮৪]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন: 'বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। যে ভালো ধারণা রাখে সে ভালো পাবে।'

তাই তোমরা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করো।"

---

১ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ৩৫৭০৬; আল-মু'জামুল কাবীর: ৮৭৭২; শুআবুল ঈমান: ১০১৪।

- এ বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ রহ. 'আয-যুহদ' নামক কিতাবে 'সহিহ-মুত্তাসিল' সূত্রে রেওয়ায়াত করেছেন। [হাদিস নং: ১২১ (শামেলা)]

[৮৫]

আসেম ইবনে বাহ্‌দালাহ্‌ রহ. বলেন,"যতদিন দুনিয়াতে ক্রন্দনকারীরা থাকবে দুনিয়া ধ্বংস হবে না। কেউ কাঁদে দ্বীনের জন্য, কেউ কাঁদে দুনিয়ার জন্য। অনন্তর, যে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করে সে-ই শ্রেষ্ঠ।"

[৮৬]

আবু বকর ইবনে সুলায়মান আছ্‌ছাওয়াফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর কাছে তাঁর মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় আসলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! (ইমাম মালেক রহ.-এর উপনাম), আপনি কেমন বোধ করছেন?

উত্তরে তিনি বলেলেন, 'আমি বুঝে পাচ্ছি না তোমাদের কী বলব। শুধু এতটুকুই বলি, শীঘ্রই তোমরা আল্লাহর অকল্পনীয় ক্ষমা প্রত্যক্ষ করবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমরা সে রাতটি অতিবাহিত করার পূর্বেই চিরতরে তাঁর চক্ষু-যুগল বুজিয়ে দিই।'"

[৮৭]

মালেক ইবনে দীনার রহ. আবান ইবনে আবি আইয়াশ রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মালেক রহ. তাকে বললেন, 'আর কতকাল মানুষকে শরীয়তের ছাড়ের কথা শোনাবেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তো আশা করি, কিয়ামতের দিন আপনি আল্লাহর এমন ক্ষমা প্রত্যক্ষ করবেন, আনন্দের আতিশয্যে আপনার এই বস্ত্র ছিঁড়ে ফেলবেন।'"

[৮৮]

শাহ্‌র ইবনে হাওশাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হযরত ইবরাহীম আলাইহিস-সালামকে যখন আসমান জমীনের বিশাল রাজত্ব দেখানো হলো, তখন তিনি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত দেখে বদদুআ করেন। এরপর একে একে আরও তিনজনকে দেখেন এবং তাদের জন্যও বদদুআ করেন। ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল।

তখন আকাশ থেকে আওয়াজ এল, 'হে বদদুআকারী, আমি বনি আদমকে তিন শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছি। তাদের এক শ্রেণি আমার এবাদতগুজার হবে।

আরেক শ্রেণি জীবনের কোনো ক্ষণে তওবা করবে এবং আমি তা কবুল করে নেব। বান্দার ন্যায় আমাকে তড়িঘড়ি স্পর্শ করে না।

আর তৃতীয় শ্রেণি, যারা পাপের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। ফলে জাহান্নাম নিজেদের পশ্চাতে পাবে।

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন
এবং কেই-বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন?
(১০:৩১)

[৮৯]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. আবু হাযেম আল-মাদানী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মুমিনের জন্য যে গুণটি অর্জন করা সর্বাধিক কাম্য তা হচ্ছে, সে নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভীত থাকবে। আর অপর মুমিনদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী থাকবে।"

[৯০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, "আল্লাহ তাআলা কোনো এক নবির নিকট এ প্রত্যাদেশ পাঠালেন যে, 'আমার চক্ষুদ্বয়ের কসম! কষ্ট সহ্যকারীরা আমার পথে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে কষ্ট-ক্লেশ করে, আমি কি তাদের আমল ভুলে যেতে পারি! কীভাবে তা সম্ভব? অথচ আমি নিজ সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল।

যদি আমি কারও শাস্তির ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতাম কিংবা শাস্তি দেওয়াই আমার কাজ হতো, তাহলে অতি শীঘ্রই যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ তাদের পাকড়াও করতাম। মুমিন বান্দারা যদি জানত কীভাবে আমি (জুলুমকারী) দেনাদারদের থেকে পাওনা উসুল করে তাকে আমার স্থায়ী নৈকট্য দান করব, তাহলে কক্ষনো তারা আমার করুণার ব্যাপারে সন্দিহান হতো না।'"

[৯১]

ইবনুস সাম্মাক রহ. বলেন, "বরকতময় হে মহান সত্তা! কৃত পাপরাশির স্থলে যদি পুণ্যে পুণ্যময় হতো আমার জীবনটা, তবু তাতে বর্তমানের চেয়ে বাড়তি কোনো নেয়ামত প্রাপ্তির জায়গা হতো না।

আমাদের এত বেশি করুণার বারিধারায় সিঞ্চিত করছেন, যেন আমাদের পাপগুলোই আপনার অনুগ্রহ টেনে আনছে। গুনাহের আধিক্য সত্ত্বেও আপনি নেয়ামত ছিনিয়ে নিচ্ছেন না। আর আমরাও আপনার করুণা-সাগরে ভেসে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছি না। যেন আপনি দয়া-করুণা করতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! আর আমরা পাপ-পঙ্কিলতা মাখতেই ব্যতিব্যস্ত!

তাই, কে আছে আপনার নেয়ামতের পরিসংখ্যান করবে?! আপনার তাওফিক ব্যতিরেকে কে আছে আপনার শুকরিয়া আদায় করতে পারবে? আমি নিমগ্নচিত্তে নেক আমল নিয়ে ভেবেছি। তাতে আমি নেককারদের নেকীর চেয়ে আপনার রহমতকেই অগ্রগামী পেয়েছি। যদি তা না-হতো তাহলে কক্ষনো তারা নেক আমল করতে পারত না।

অতএব আমি নেককারদের নেক কাজের পূর্বে প্রাপ্য রহমতের পরিবর্তে আপনার কাছে গুনাহগারদের গুনাহের পরে প্রদত্ত করুণা (ক্ষমা) ভিক্ষা চাই।”

[৯২]

সুফিয়ান রহ. এর এক সঙ্গী থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, “মুসলিম ইবনে ইয়াসার বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো কিছু আশা করে, তা সে অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি কিছুকে ভয় করে, তা থেকে সে পলায়ন করে।

আমি এমন কাউকে জানি না, যার আশার প্রদীপ কোনোদিন নিভে যায়। যদিও অসহ্য যন্ত্রণায় জীবনটা কুঁকড়ে যায়।

আমি এমন কাউকে জানি না, যার ভয় প্রবৃত্তির তাড়নাকে দমিয়ে দেয়, যতক্ষণ-না সে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছেড়ে দেয়।’”

[৯৩]

আবু মুহাম্মাদ খুযাইমাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনে যর রহ. বলতেন, “হে আল্লাহ, এমন সম্প্রদায়ের ওপর আপনি দয়া করুন, যারা আপনার সবচেয়ে পছন্দনীয় আমলের ক্ষেত্রে আপনার অনুগত। যারা আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। আপনার ওপরই ভরসা করেছে।

আরও দয়া করুন তাদের প্রতি, যারা আপনার অংশী স্থাপন ও আপনার প্রতি অপবাদ আরোপের মতো জঘন্য পাপ পরিহার করেছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কেউ বলতেন, ‘কৃত গুনাহ হোক না যতই সুউচ্চ, তাঁর প্রশস্ত দয়ার সামনে তা অতি তুচ্ছ।’”

---

১ হিলয়াতুল আওলিয়া: ২৪৫৩।

[৯৪]

হুজাইফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের প্রাণ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এমন ক্ষমা প্রদর্শণ করবেন, যা কোনো মনুষ্য-অন্তর কল্পনা করতে পারে না। ওই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের প্রাণ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এমন ক্ষমা প্রদর্শন করবেন, যা পাবার দুঃসাহস ইবলিস শয়তানও করতে থাকবে।"

[৯৫]

সালেহ আল-মুর্‌রী রহ. বসরার অধিবাসী এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "কেউ এসে আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করল,

'এ এলাকায় এক ব্যক্তি আছে, যে গুনাহের সাগরে মিশে গেছে। সে এ ব্যাপারে বেশ বেপরোয়া। আমাদের ধারণা, সে এমন কোনো গুনাহ করে ফেলেছে, যা সে ক্ষমার অযোগ্য মনে করছে। ফলে এমন বেপরোয়া হয়ে গেছে।'

আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

তাকে আনা হলো।

তিনি বললেন, 'যা বলি শোনো। তোমাকে শয়তান পেয়ে বসেছে। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছে, যা তোমার কৃত গুনাহ থেকে বহুগুণ রড় গুনাহ।'

লোকটি বলল, 'হুম।' যেন সে হুঁশ ফিরে পেল।"

---

১ মু'জামুল আওসাত: ৫২২৭।

- ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন, হাদিসটি 'গরীবুন জিদ্দান' (একদম প্রত্যাখাত)। তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১২।
- হাফেজ ইরাকী রহ. হাদিসটির সনদকে 'যয়ীফ' বলেছেন। দেখুন-ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৬০।

[৯৬]

যুহাইর ইবনে মুআবিয়া রহ. বলেন, আমি আবু শায়বা রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আমি নিজেকে ভয় করি, প্রভুকে আশা করি। তাই যাকে ভয় করি তার বিচ্ছেদ চাই। যাঁকে আশা করি শুধু তাঁকে চাই।"

[৯৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বিশর্ ইবনে মানসূর রহ. তখন মৃত্যুশয্যায়। তিনি হাসলেন। আর বললেন, 'যাদের কারণে আমি আখিরাতে পাকড়াও হবার আশঙ্কা করি, আমার সামনে থেকে তাদের সরিয়ে দাও। আর যাদের ঔদার্যের ব্যাপারে আমি আশাবাদী, আমার সামনে তাদের উপস্থিত রাখো।'

বর্ণনাকারী বলেন, তাকে কেউ বলল, 'দেনা-পাওনার ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করে যান।'

তিনি বললেন, 'আমার পাপ মোচনের ব্যাপারে প্রভু থেকে বুক ভরা আশা আছে। কিন্তু ঋণের ব্যাপারে তাঁর থেকে আশা নেই।'

তিনি মারা যাবার পর তার কোনো ভাই তার ঋণসমূহ পরিশোধ করে দেন।"

[৯৮]

আব্দুল্লাহ রহ. বর্ণনা করেন, আহমাদ ইবনে আব্বাস আন-নামিরী রহ. আমাকে এই কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। (যার অনুবাদ),

'সুধারণার নজর মেলে যত দেখি বারে বারে,
দেখি সুনিশ্চিত পেয়ে গেছি যা পাবার পরপারে।'

[৯৯]

ইবনে আউন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ.-এর মতো এত আশাবাদী কাউকে দেখিনি। আবার নিজের পরিণতি নিয়ে তাঁর মতো এত বিচলিতও কাউকে পাইনি।"

[১০০]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. বর্ণনা করেন, "এক মদীনাবাসী মারা গেল। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. তার জানাযা পড়ালেন। কিন্তু তার প্রতি তাঁর অন্তরের মন্দ ধারণা তখনো সরছিল না। তাই তিনি বললেন,

'হায়! আমি আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করছি! তাঁর রহমত এ ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছবে না বলে আমার অন্তর ধারণা পোষণ করে আছে!'"

[১০১]

আমের ইবনে হাফস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান বসরী রহ. ওয়াকী' ইবনে আবুল আসওয়াদ সম্পর্কে অবগত হয়ে বললেন,

'আয় আল্লাহ, ওয়াকী' ইবনে আবুল আসওয়াদের প্রতি রহম করুন। আপনার রহমত তার থেকে অক্ষম নয়।'"

[১০২]

সাল্লাম ইবনে মিসকীন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কবি 'ফারযদাক'-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কেন সে সতীসাধ্বী নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে?'

ফারযদাক বললো, 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এ দুটি চোখের চেয়েও প্রিয়। তোমার কী মনে হয়, এরপরও তিনি আমাকে শাস্তি দেবেন?'"[১]

---

১ সতীসাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করা মারাত্মক কবিরা গুনাহ। পবিত্র কোরআনে এমন ব্যক্তিদের ওপর লা'নত করা হয়েছে। এটি বান্দার হকের মধ্যে একটি অন্যতম হক। সুতরাং, আল্লাহর মুহব্বতের দোহাই দিয়ে এমন কবীরা-গুনাহ করার দুঃসাহস দেখানো মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

[১০৩]

শামলা ইবনে হায্‌যাল আল-বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "হাসান বসরী রহ. এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে কবি ফারাযদাকও ছিল। আর লোকেরা কবরের পাশে সমবেত হয়ে মৃত্যুর আলোচনা করছিল। তখন হাসান বসরী রহ. বললেন: 'হে আবু ফেরাস, এ দিনের কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?'

সে বলল, 'আশি বছর যাবৎ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ- এর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।'

তিনি বললেন, 'অবিচল থাক। সুসংবাদ গ্রহণ করো।' কিংবা এ ধরনের কিছু একটা বললেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'বেশ ভালো প্রস্তুতি। উত্তম প্রস্তুতি।'"

[১০৪]

লাবাত্বাহ ইবনে ফারাযদাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন,

'হে বৎস, একদিন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হাসান বসরী-এর সাথে যে আলাপ করেছিলাম তা আমার নাজাতের উপায় হয়েছে।'"

[১০৫]

লাবাত্বাহ ইবনে ফারাযদাক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বলেন,

'কে তুমি।'

'আমি ফারাযদাক।'

'আমি দেখছি তোমার পা দুটি ছোট। কত সতীসাধ্বী নারীকেই-না তুমি অপবাদ দিয়েছ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটা হাউজ আছে। যার প্রশস্ততা 'আইলাহ' নামক স্থান থেকে অমুক অমুক স্থান পর্যন্ত হবে। যদি পার

নিজেকে এ থেকে বঞ্চিত কোরো না।'

যখন আমি উঠে দাঁড়ালাম তিনি বললেন, 'যতকিছুই হোক নিরাশ হয়ো না।'"

[১০৬]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ রহ. বলেন, "আলী ইবনে হুসাইন রহ. এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তিনি দীর্ঘদিন পর একবার সাক্ষাতে এলেন। আলী ইবনে হুসাইন রহ. বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

বন্ধু জানালেন, 'পুত্রের মৃত্যুতে একটু ব্যস্ত ছিলেন। আর তার এ পুত্র সারাটা জীবন কাটিয়েছে পাপের সাগরে ডুবে ডুবে।'

আলী ইবনে হুসাইন রহ. বললেন, 'তোমার পুত্রের তিনটি অবলম্বন তো অবশ্যই আছে,

এক: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্যদান।

দুই: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআত।

তিন: আল্লাহর রহমত, যা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।'"

[১০৭]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত[১], রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "এক ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। যখন আকাশ পানে চাইল, নক্ষত্ররাজি অবলোকন করল, নিজ থেকেই আনমনে বলে উঠল,

'অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক আছে। স্রষ্টা আছে। আমি বিশ্বাস করি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

---

১ হাদিসটির সনদ 'যয়ীফ'। তবে শব্দের ভিন্নতার সাথে কাছাকাছি অর্থের একটি সহিহ হাদিস বক্ষ্যমাণ পুস্তকের ৭১ নং-এ অতিবাহিত হয়েছে।

[১০৮]

মুআররিক্ব রহ. থেকে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি গুনাহ্ করত। একবার সে খোলা ময়দানে বের হলো। ধুলোবালি জমা করল। তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে বলতে লাগল, 'হে প্রভু, আমার পাপরাশি মোচন করো।'

বর্ণনাকারী বললেন, 'এই ব্যক্তি জানে তার একজন প্রতিপালক আছে, যিনি ক্ষমা করেন, যিনি শাস্তি দেন। অতএব আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।'"

[১০৯]

মুগীছ ইবনে সুমাই রহ. থেকে বর্ণিত, "এক পাপিষ্ঠ বান্দা নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে একদিন বললেন, 'হে প্রতিপালক, আমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।' আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

[১১০]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত[১], রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "জাহান্নামে এক ব্যক্তি এক হাজার বছর যাবৎ 'ইয়া হান্নান! ইয়া মান্নান!' বলে ডাকতে থাকবে।

তারপর আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল আলাইহিস-সালামকে ডেকে বলবেন, 'যাও, আমার এ বান্দাকে নিয়ে আসো।'

জিবরাঈল আলাইহিস-সালাম এসে দেখবেন, জাহান্নামীরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তিনি ফিরে গিয়ে আল্লাহকে জানাবেন। আল্লাহ পুনরায় বলবেন, 'যাও, আমার বান্দাকে নিয়ে আসো। সে অমুক স্থানে আছে।'

তাকে আনা হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, 'হে আমার বান্দা, তোমার বসতি ও আবাসন কেমন পেলে?'

---

১ হাদিসটির সনদে একজন রাবী (আবু জিলাল)-কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'দুর্বল' বলেছেন।

বান্দা বলবে, 'নিকৃষ্ট বসতি ও মন্দ আবাসন।'

আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার বান্দাকে পূর্বের জায়গায় নিয়ে যাও।'

তখন সে বলবে, 'আমি তো আশা করেছি, আপনি যখন আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করেছেন, তখন আর তাতে ফিরিয়ে নেবেন না কখনো।'

জবাবে আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।'"

[১১১]

দাঊদ ইবনে আবি হিন্দ রহ. বলেন, "মুআবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় পরকালের কথা কল্পনা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। (যার অনুবাদ),

'এই সেই মরণ, করতে হবে বরণ,

যার থেকে নেই কোনো উত্তরণ,

কিয়ামতের কথা যত করি স্মরণ,

ভয়াল দৃশ্যে জাগে দেহে শিহরণ।'"

তারপর বললেন, 'হে আল্লাহ, পাপ মাফ করো; অপরাধ মার্জনা করো। যে পাপী কেবল তোমার কাছেই আশা করে, যে ভিক্ষুক শুধু তোমার দুয়ারেই হাত পাতে, তার অজ্ঞতা, মূর্খতাগুলো নিজগুণে মুছে দাও। তোমার ক্ষমা অতি প্রশস্ত। তোমার দৃষ্টির আড়ালে আসামি কোথায় লুকাবে?'

বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের নিকট এ কথা পৌঁছার পর তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তিনি এমন এক সত্তার শরণাপন্ন হয়েছেন, যার দরবার থেকে নিরাশ হবার নয়। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।'"

[১১২]

আবুল মুনজির আল কুফী রহ. থেকে বর্ণিত, "হযরত মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুশয্যায় বলছিলেন, "হে আমার রব, যদি আপনি কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব করেন, তাহলে তা অসহনীয় শাস্তি হবে। অতএব, এমন পাপীকে ছাড় দিন যার পাপগুলো অজস্র বালিরাশি পরিমাণ। আপনি তো দয়ালু প্রতিপালক।"

[১১৩]

শা'বী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে এই সিংহাসনের ওপর এমন এক কথা বলতে শুনেছি, যে জন্য তার প্রতি আমার ঈর্ষা হয়।

তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার গুনাহ বিরাট, অবর্ণনীয়। তবু তা আপনার ক্ষমার সামনে নিতান্তই নগণ্য। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।'"

[১১৪]

হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আবু ইমরান আস-সুলামী আমাকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। (যার অনুবাদ),

"আমি শুধু গুনাহ করি, কলঙ্ক মাখি,

তিনি শুধু ক্ষমা করেন, কলঙ্ক মোছেন;

যদিও তা ভয়ানক অগ্নি-শিখা,

তবু তাঁর দয়ার সাগরে নিমেষে মিশা।"

[১১৫]

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণিত, "উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহ. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে ঘৃণা করতেন। তথাপি তার প্রতি তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন মৃত্যুর সময় বলা কথাটির কারণে,

'হে আল্লাহ, আমায় ক্ষমা করো, কারণ লোকেরা বলছে তুমি তা করবে না।'

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. বলেন, 'অন্য এক সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা পৌঁছেছে, হাসান বসরী রহ. এ ঘটনা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাজ্জাজ কি আসলেও এরূপ বলেছে?'

লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ।'

হাসান বসরী রহ. বললেন, 'তাহলে আশা করা যায় সে ক্ষমা পাবে।'

[১১৬]

আনাস ইবনে মালিক রহ. থেকে বর্ণিত[১], নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "কিয়ামত দিবসে যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে, অবশিষ্টরা হিসাব-নিকাশের প্রতীক্ষায় থাকবে। এ মুহূর্তে আরশের নিচ থেকে ঘোষণা হবে, 'হে লোকসকল, তোমরা পরস্পরের হক ছেড়ে দাও। তোমাদের প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর।'"

---

১ আল মু'জামুল আওসাত ৫১৪৪।

- হাদিসটির সনদে একাদিক সমালোচিত রাবী আছে। তন্মধ্যে একজন সম্পর্কে হাফেজ বুসীরী রহ. 'ইতহাফুল খিয়ারাহ' কিতাবের ৭৭৯১ (শামেলা) নং হাদিসে সনদ উল্লেখপূর্বক 'যয়ীফ' বলেছেন। আরেকজন সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. 'তাকরিবুত তাহযিব'-এ 'যয়ীফ' বলেছেন।

[১১৭]

আবু ইমরান আল জাওনী রহ. বলেন, "আমি সিরিয়ায় এক সৈন্যদলে ছিলাম। সেনাপতি সাহেব আমাকে সেখানকার বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। সে সাক্ষাতে তিনি আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন মুমিন তার দেনাদারকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে।

সে বলবে, 'হে আল্লাহ! এর কাছে আমার পাওনা আছে।'

আল্লাহ বলবেন, 'আমার বান্দার ঋণটা আমি পরিশোধ করে দেওয়াই জুতসই মনে হয়।'

এ কথা বলে একজনকে পাওনা চুকিয়ে দিয়ে খুশি করবেন। আর অন্যজনকে ক্ষমা করে দেবেন।"

[১১৮]

আনাস ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত[১], 'একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ করেই দেখি তিনি হাসছেন! এতে তাঁর উজ্জ্বল দাঁত পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেছে।

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কোরবান হোক। কোন বিষয়টি আপনাকে হাসাল?'

নবিজি বললেন, 'আমার উম্মতের দু-ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তাদের একজন বলল, 'হে আমার রব, আমার এ ভাই থেকে আমার ওপর কৃত জুলুমের বদলা নিয়ে দিন।'

---

১ মুসতাদরাকে হাকেম: ৮৭১৮।

- ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন। কিন্তু আল্লামা মুনাবী রহ. বলেছেন, 'হাফেয যাহাবী রহ. হাকেম রহ.-এর মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'হাদিসটির সনদে একজন দুর্বল এবং একজন অজ্ঞাত রাবী আছে।' (ফয়যুল কাদীর: ১২৩)

আল্লাহ তাকে বলেবেন, 'তোমার ভাইয়ের জুলুমের বদলা দাও।'

সে বলবে, 'হে রব, আমার কাছে কোনো নেক অবশিষ্ট নেই।'

তখন প্রথম জন বলবে, 'তাহলে সে যেন আমার গুনাহগুলো তার কাঁধে তুলে নেয়।'

বর্ণনাকারী হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এ সময় ক্রন্দনের কারণে নবিজির চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে যায়। তিনি বললেন, 'সে দিনটি হবে খুবই ভয়াবহ যেদিন মানুষকে অন্যের গুনাহের বোঝাও বহন করতে হবে।'

তখন আল্লাহ তাআলা বাদীকে বলবেন, 'মাথা উঠাও। জান্নাতের দিকে তাকাও।'

তাকিয়ে সে বলবে, 'এ দেখি রৌপ্য-নির্মিত শহর, মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণের অট্টালিকা! এটি কোন নবির, কোন সিদ্দীকের, কোন শহীদের?'

আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'যে আমাকে মূল্য দেবে এটি তার।'

সে বলবে, 'হে আমার রব, এটার মালিক হবার সাধ্য আছে কার?'

আল্লাহ বলবেন, 'তোমারও আছে।'

সে বলবে, 'কিসের বিনিময়ে?'

আল্লাহ বলবেন, 'তোমার ভাইকে ক্ষমা করার বিনিময়ে।'

সে বলবে, 'আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

তখন আল্লাহ বলবেন, 'যাও, তোমার ভাইকে নিয়ে জান্নাতে যাও।'

তারপর নবিজি বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো। বিরোধমানদের বিবাদ মিটিয়ে দাও। কেননা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজেই মুমিনদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।'"

[১১৯]

মু'তামির ইবনে সুলায়মান তার পিতা সুলায়মান রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "লোকমান আলাইহিস-সালাম তার ছেলেকে নসিহত করে বলেছিলেন, 'হে বৎস, সর্বদা বলতে থাকো: আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী। কেননা, কিছু মুহূর্ত এমন আছে যখন আল্লাহ কোনো প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন না।'"

[১২০]

আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, "দুই ব্যক্তির বাজারে সাক্ষাৎ হলো। একে অন্যকে বলল, 'চলো, আমরা নির্জনে নিভৃতে আল্লাহর কাছে দুআ করি।'

যেই কথা সেই কাজ। লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে তারা কাকুতি-মিনতি করল।

তাদের একজনের মৃত্যুর পর অপরজন তাকে স্বপ্নে দেখল। সে জানাল, 'হে ভাই, বাজারে সাক্ষাতের সেই অপরাহ্ণে আল্লাহ আমদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।'"

[১২১]

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, আমি যিয়াদ আন-নামিরী রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভয়ের চূড়ান্ত স্তর কোনটি?'

শুধালেন, 'গুনাহের সম্মুখে আল্লাহর বড়ত্বের দুরূহ প্রাচীর গড়ে তোলা।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আশার চূড়ান্ত স্তর কোনটি?'

শুধালেন, 'নিরাশার মাঝেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা'"

[১২২]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "তোমরা যদি গুনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করত (তারপর ক্ষমা চাইত)। আর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"

[১২৩]

আবু উসমান আন-নাহদী রহ. বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর রহমত গুনাহ মোচনের জন্য বরাদ্দকৃত।"

[১২৪]

ইবরাহীম রহ. বলেন, "আমার ক্ষমাপ্রার্থনা প্রাপ্তির অগ্রণী হকদার তো গুনাহগারই।"

[১২৫]

ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, "ইবনে বার্‌রাজানকে শূলিবিদ্ধ করা হলো। তখন আবু মুহাম্মাদ হাবীব রহ. তার শূলিবিদ্ধ লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রহমতের দুআ করতে লাগলেন। একজন (আশ্চর্য হয়ে) বলল,

'আপনি ইবনে বার্‌রাজারনের জন্য দুআ করছেন?!'

তিনি বললেন, 'তাহলে কার জন্য দুআ করব? হাসান বসরী ও ইবনে সীরিনের জন্য?'

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী সময়ে ইবনে বার্‌রাজানকে কেউ স্বপ্নে দেখল: সে জান্নাতে চলে গেছে। সে বলল, 'আমি আবু মুহাম্মাদ হাবীব রহ.-এর দুআর বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করেছি।'"

---

১ সহিহ মুসলিম: ২৭৪৮ (আবু আইয়্যুব আনছারী রা. থেকে)।

[১২৬]

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রহ. বলেন, "একরাতে আমি নামাজরত ছিলাম। আচমকা মনে জাগল, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কী—তা যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে আমার সর্বশক্তি তাতে নিয়োগ করতাম।

এমতাবস্থায় দু-চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে এল। স্বপ্নে দেখলাম কেউ আমাকে বলছে, 'তুমি যা চাচ্ছ তা হবার নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো ভালোবাসেন ক্ষমা করাকে, (যা তোমার কাজ নয়)।'"

[১২৭]

আতা ইবনুস-সায়েব রহ. বলেন, "আবু আব্দুর রহমান রহ. অসুস্থ। আমরা তাকে শুশ্রূষা করতে গেলাম। উপস্থিত কেউ তাকে দীর্ঘায়ুর আশা জোগাতে মুখ খুলতে গেল, অমনি তিনি বলে ফেললেন: 'আমি তো শুধু তাঁর সাথে সাক্ষাতের আশাই করি। সে জন্যেই তো আশি বছর যাবৎ সিয়াম-সাধনা করছি।'"

[১২৮]

আবু মুহাম্মাদ আযহার রহ. বলেন, "জাফর ইবনে সুলায়মান রহ. যখন পীড়িত, তখন আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম।

তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাতে অনীহা করি না।'"

[১২৯]

মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত[১], "তিনি সূরা হিজর-এর দ্বিতীয় আয়াত তিলাওয়াত করেন,

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ

কোনো একসময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! তারা যদি মুসলমান হতো।

(১৫:২)

১ তাফসীরে ত্বাবারী, হাদিস নং : ২০৯৪১।

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টির বিচার-কার্য সমাপ্ত করবেন তখন বলবেন, 'যারা মুসলমান তারা যেন জান্নাতে প্রবেশ করে।''"

[১৩০]

আব্দুল্লাহ বিন ফারাজ থেকে বর্ণিত, ফাৎহ আল মুসেলী রহ. বলেন, "'আমার গুনাহ নিজের কাছে এত বিশাল ও বিপুল মনে হলো যে, আমি আল্লাহর অফুরন্ত ক্ষমার সামনেও আশার প্রদীপ নিভু নিভু দেখতে পেলাম।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি বলতে লাগলেন,

'আপনার দরবার থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় যাব? আপনি তো যাদুকরদেরও ক্ষমা করেছেন। অথচ তারা কাফের পাপীষ্ঠদের পক্ষ নিয়ে চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

আপনার থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় যাব? সকল নেয়ামত কল্যাণের অধিকারী তো কেবল আপনিই।

আপনার থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় যাব? বিপদ থেকে পরিত্রাণ দানকারী তো শুধুই আপনি।...

আপনার থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় যাব?...'

এভাবে বলতে বলতে তিনি মূর্চ্ছা গেলেন।"

[১৩১]

আইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাইয়াত রহ. বলেন, আমি মালেক ইবনে দীনার রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আমি আবু আব্দুল্লাহ মুসলিম ইবনে ইয়াসারকে তার মৃত্যুর এক বছর পর স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, 'সালামের উত্তর দিলেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'আমি তো মৃত। সালামের জবাব দিব কীভাবে?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যুর সময় কিসের সম্মুখীন হয়েছিলেন?'

আইয়ান রহ. বলেন, এ সময় মালেক রহ. কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি।'

আমি বললাম, 'তারপর কী হলো?'

তিনি বললেন, 'পরম দয়ালু থেকে যা হবার আশা করো। আমার নেক আমলসমূহ তিনি কবুল করেছেন। গুনাহসমূহ ক্ষমা করেছেন। অন্যের হক আদায়ের দায়-দয়িত্বও তিনি নিজের ওপর তুলে নিয়েছেন।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'মালেক ইবনে দীনার রহ. তখন বিকট এক চিৎকারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এরপর বেশ কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। পরিশেষে পরপারে পাড়ি জমালেন। মানুষের ধারণা তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'"

[১৩২]

হুজাইফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে এ-কথা বর্ণনা করেছেন[১], "যে ব্যক্তি কোনো কিছুর আশা করে সে তা অন্বেষণ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে ভয় করে সে তা থেকে পলায়ন করে।"

[১৩৩]

দাউদ ইবনে শাবূর রহ. বর্ণনা করেন, লুকমান আলাইহিস-সালাম আপন সন্তানকে বলেছেন, "হে বৎস, আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করো, যাতে তা আশার পথে দুরূহ প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। আর তাঁর প্রতি এমন আশা রাখো, যেন তা ভয়ের পথে দুরূহ প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।'

---

১ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ৫০৫ (শামেলা)।

- হাদিসটির সনদে খাজেম ইবনে জাবালা নামক একজন রাবী আছে, যার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আদ্দুরী বলেছেন: 'তার হাদিস লেখার উপযুক্ত নয়'। (লিসানুল মিযান)

সন্তান বলল, 'হে আমার পিতা, আমার তো একটি অন্তর! তা যদি ভয় দখল করে নেয় তাহলে আশা থাকে না! আবার আশা দখল করে নিলে ভয় থাকে না!"

হযরত লোকমান আলাইহিস-সালাম বললেন, 'মুমিনের এক অন্তরই দুই অন্তর-সমতুল্য। যার একটি দিয়ে সে আশা করে, অন্যটি দিয়ে ভয় করে।'"

[১৩৪]

মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, "মুমিনের আশা ও ভয়কে যদি সূক্ষ্ম নিক্তিতে মাপা হয়, তাহলে উভয়টি সমান হবে। আল্লাহর রহমতের আলোচনা শুনে সে আশায় বুক বাঁধে। আবার শাস্তির কথা শুনে ভয়ে তার বুক কাঁপে।"

[১৩৫]

আ'বায়াহ ইবনে কুলাইব জনৈক কুফাবাসী থেকে বর্ণনা করেন, "আমরা কুফার মসজিদে আওন ইবনে আব্দুল্লাহ রহ.-এর আলোচনা বৈঠকে বসলাম। তিনি বলছিলেন,

'সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ধোঁকা, আশার ভেলায় গা ভাসিয়ে চলা। অথচ গুনাহের সাগরেই বান্দা তুমি ডুবে আছ।'...

'আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে বান্দা যত চেষ্টাই করুক সবই মরীচিকা।'...

'আমরা কেবল, শুধু তাঁর ক্ষমার আশাই করি।'

এ কথাগুলো বলে তিনি ডুকরে কেঁদে ফেললেন। নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না। উঠে চলে গেলেন।"

[১৩৬]

আবু ইয়াকূব আল-ক্বারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি তামাটে বর্ণের

দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলাম। মানুষকে দেখি তার পেছনে পেছনে ছুটছে।

আমি বললাম, 'উনি কে?'

লোকেরা বলল, 'উয়াইস আল কারনী।'

শুনে আমিও তার পিছু নিলাম। বিনয়ভরে বললাম, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আমাকে কিছু নসিহত করুন।'

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।

আমি আবার বললাম 'আমি সঠিক পথের দিশা চাই। আমাকে সদুপদেশ দিন। আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন।'

এবার তিনি আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন।

বললেন, 'আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত টেনে আনো। অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর শাস্তিকে ভয় করো। আর কখনো তাঁর থেকে আশাহত হয়ো না।'

এরপর তিনি আমাকে রেখে চলে গেলেন।"

[১৩৭]

মুহাম্মাদ ইবনে মুত্বার্‌রিফ রহ. বলেন, "আবু হাজেম রহ.-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমরা তার কাছে যাই। তাকে বললাম, 'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

তিনি বললেন, 'ভালো বোধ করছি। নিজেকে আল্লাহর প্রতি আশান্বিত ও সুধারণাকারী বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয় ওই দুই ব্যক্তি সমান নয়, যাদের একজন সকাল-সন্ধ্যা নিজের আখিরাত গোছাতে লেগে থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই পাথেয় অগ্রে প্রেরণ করে দেয়। ফলে সে পরকালে এসে সব ঠিকঠাক পায়।

আর দ্বিতীয় জন, যে সকাল-সন্ধ্যা অন্যের দুনিয়া ঠিক করার কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে সে পরকালে এসে কিছুই পায় না।'"

[১৩৮]

মাহমুদ আল-ওয়ার্‌রাক আমাদের কাছে আবৃত্তি করেছেন। (যার অনুবাদ),

"তোমার ক্ষমার আশায় বুক বেঁধেছি,

শূন্য হাতে তোমার দুয়ারে এসেছি।

আপনজন থেকেও যা করেছি গোপন,

তোমার কাছে সবি হয়েছে উন্মোচন।

তোমার সে 'সাত্তারী' গুণের ভরসায়,

প্রভু হে আমায়, ফেলো না হতাশায়।

অদৃশ্যের পর্দা যেদিন করিবে ছেদন,

পাপরাশি সেদিন করো-না লোচন,

শিখিয়ে দিয়ো মোরে মুক্তির প্রমাণ,

থাকবে না যেদিন ছলছুতো-ভান।"

[১৩৯]

মাহমুদ আল-ওয়ার্‌রাক আরও আবৃত্তি করেছেন। (যার অনুবাদ),

"পাপের সাগরে ডুবে আছি দিবা-নিশি,

তবু ক্ষমা পাই তোমার রাশি রাশি!

পাপের প্রায়শ্চিত্তে কমাওনি অন্ন,

পাপের পশ্চাতে যেন দিয়েছ পুণ্য!

নিন্দ্যগুলো নিয়েছ অনিন্দ্যরূপে গণ্য,

মন্দগুলো যেন তোমার খুশির জন্য!

যেন পঙ্কিল পথেই খুঁজছি তোমায়,

যেহেতু পঙ্কিলতার দায়ে ধরছ-না আমায়।"

[১৪০]

সুফিয়ান ছাওরী রহ. থেকে বর্ণিত,"তিনি 'সূরা নহল'-এর ৯৯নং আয়াত তিলাওয়াত করেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

তার আধিপত্য চলে না তাদের ওপর,
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ওপর ভরসা রাখে।
(১৬:৯৯)

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'শয়তান মুমিনকে অক্ষমার্হ কোনো গুনাহে বাধ্য করতে পারে না। (কেননা, সব গুনাহই তো ক্ষমার্হ।)'"

[১৪১]

ইউসুফ ইবনে আসবাত্ব রহ. বলেন, "আমি সুফিয়ান ছাওরী রহ.-কে এ আয়াত পড়তে শুনেছি,

وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

আর তোমরা এহসান করো। আল্লাহ মুহসিনীনদের ভালোবাসেন।
(২:১৯৫)

তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন, 'তোমরা আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করো।'"

[১৪২]

ক্বায়স ইবনুর রবী' বলেন, 'আমি যায়দ ইবনে আলী রহ.-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা নিজেকে 'আল-মুমিন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, তিনি বান্দাদের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা দান করেন।"

[১৪৩]

আউন ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন,

وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا

তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিলে।
অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।
(৩:১০৩)

তারপর তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আমি আশাবাদী, আল্লাহ ওই অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় তথায় নিক্ষেপ করবেন না।'

[১৪৪]

সাঈদ ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইবনে আউন রহ. সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে কেবল জগতের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।
(২১:১০৭)

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, 'আমি আশা করি আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন না।'"

[১৪৫]

সখর ইবনে হুদাকাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একদিন জিবরাঈল আলাইহিস-সালাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম ধরলেন।

তারপর বললেন, ‘হে মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা বলেছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তাঁর কোনো শরীক নেই, তাদের জন্য সুসংবাদ।’”

[১৪৬]

‘আমর ইবনে আবাসা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], “এক অতিশয় বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এল। সে বলল, ‘হে আল্লাহর নবি, আমি বহু বিশ্বাসঘাতকতা ও পাপী করেছি। আমার কি ক্ষমা হবে?’

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, ‘তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাঁর রসূল?’

বৃদ্ধ বলল, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল।’

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তোমার বিশ্বাসঘাতকতা, পাপাচার মোচন করে দিয়েছেন[২]।’”

বৃদ্ধ সানন্দে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলছিল, ‘আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।’”

---

১ মুসনাদে আহমাদ: ১৯৪৩২।

- শায়খ শুআইব আরনাউত্ব রহ. মুসনাদে আহমাদের উপরোক্ত হাদিসের টীকায় বলেছেন, “হাফেয ইবনে হাজার তাঁর ‘আল-আমালিল মুতলাকাহ’-গ্রন্থে আবুত –ত্ববীল শাতব আলমামদূদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলেছেন।”

২ হাদিসে এসেছে, হযরত আমর ইবনে আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় ইসলাম গ্রহণ পূর্বের সকল গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।” (সহিহ মুসলিম: ১২১)

[১৪৭]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলার এক শ রহমত আছে। তন্মধ্যে মাত্র একভাগ গোটা মানব-দানব ও প্রাণিকুলকে ভাগ করে দিয়েছেন। তাতেই তারা পরস্পর আবেগ-আপ্লুত হয়। দয়ার্দ্র হয়। হিংস্র প্রাণীরাও বাচ্চাদের প্রতি করুণা দেখায়। আর বাকি নিরান্নব্বই ভাগ রহমত বরাদ্দ করে রেখেছেন কিয়ামতের দিনে বান্দাদের প্রতি প্রদর্শনের জন্য।"

[১৪৮]

মুহাম্মাদ ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহম্মাদ ইবনে মুনকাদিরকে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনি,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?
(৫৫:৬০)

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলছিলেন, 'যাকে আল্লাহ ইসলামের নিয়ামত দিয়েছেন তার পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কী হতে পারে? লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-এর পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কী হতে পারে!'"

[১৪৯]

মুকাতিল ইবনে সুলায়মান রহ. কুরআনুল কারিমের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?
(৫৫:৬০)

এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ—এর পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কী হতে পারে!'"

১ সহিহ মুসলিম: ২৭৫২, সহিহ বুখারী: ৫৭৬৬।

[১৫০]

বক্‌র ইবনে আব্দুল্লাহ আল মুযানী রহ. নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে পছন্দ করেন না।
এ ছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।
(৪:৪৮)

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন[১], 'এ আয়াতটি যেন মহাপ্রভুর পক্ষ থেকে গোটা কুরআনুল কারিমের বিবরণ।'"

[১৫১]

মু'আবিয়া ইবনে কুর্‌রা রহ. বলেন, "নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আমি এতটাই আনন্দিত, যা আমি সমগ্র দুনিয়া পেলেও হব না,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

'তোমাদের কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?'
(৭৪:৪২)

দেখছ না, এ কথা তাদের সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যাদের মধ্যে মোটেই কল্যাণ নেই।"

[১৫২]

আবু সাঈদ খুদ্‌রী অথবা আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[২], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "প্রতিটি দিবস ও রজনিতেই আল্লাহ তাআলা বেশসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন[৩]। দিন-রাতের মধ্যে প্রত্যেকেরই (অন্তত) একটি অব্যর্থ দুআ আছে।"

---

১ তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম: ৫৪২৭।

২ মুসনাদে আহমাদ: ৭৪৫০;

- হাফেয হাইসামী রহ. বলেছেন, "মুসনাদে আহমাদে এ হাদিসটি যে সকল রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তারা সকলে সহিহ হাদিসের রাবী।" মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭৬৩৩।

৩ এখানে রমাযানের দিবস-রজনিই উদ্দেশ্য। বিষয়টি হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে। যার সকল রাবীকে হাফেয হাইসামী রহ. 'সিকা' বলেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭২১৫)

মূল পুস্তক সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

বিষয়বস্তুর বিবেচনায় পুস্তিকাটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই এটিকে সার্বিকভাবে আরও পূর্ণাঙ্গ করার লক্ষ্যে একটি 'পরিশিষ্ট' যুক্ত করা হলো। হাদিস-ভান্ডার থেকে চয়ন করে সংগতিপূর্ণ ও 'বিশুদ্ধ' হাদিসগুলোই শুধু এখানে আনা হলো।

(অনুবাদক)

[১]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলবেন, যে ব্যক্তি জীবনে একদিন হলেও আমাকে স্মরণ করেছে কিংবা কোনো ক্ষেত্রে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো।"

[২]

ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[২], নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস-সালাম থেকে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে বান্দার পাপ ও পুণ্য উপস্থিত করে পরস্পর কাটাকাটি করবেন। যদি তার একটি পুণ্যও বেশি থাকে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে ঠাঁই দেবেন।'

হাদিসটির বর্ণনাকারীদের একজন 'হাকাম ইবনে আবান বলেন, "আমি আবু সালামা ইয়াযদাদের কাছে এসে তাঁকে বললাম, 'যদি একটি পুণ্যও না থাকে?'

প্রত্যুত্তরে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ

আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হতো।
(৪৬:১৬)

---

১ সুনানে তিরমিযী: ২৫৯৪।
- ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান-গরীব' বলেছেন।

২ মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৬৪১, ৭৬৪২।
- ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটির সনদকে 'সহিহ' বলেছেন। হাফেয যাহাবী রহ.-ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৩]

আবু হুরাইরাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "'কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে তার আমল নাজাত দেবে না।'

তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আপনাকেও না?'

তিনি বললেন, 'আমাকেও না। তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে আবৃত করেন। তোমরা যথারীতি আমল করে নৈকট্য লাভ করো। তোমরা সকালে, বিকালে এবং রাতের শেষভাগে আল্লাহর ইবাদাত কর। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। মধ্যমপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।'"

[৪]

আবু সা'ঈদ খুদ্‌রী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইটি খুন করেছিল। অতঃপর বের হয়ে একজন পাদরিকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার তওবা কবুল হবার আশা আছে কি?'

পাদরি বলল, 'না।'

তখন সে পাদরিকেও হত্যা করল। অতঃপর পুনরায় সে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, 'তুমি অমুক স্থানে চলে যাও।'

সে রওনা হলো এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল। সে তার গন্তব্যের দিকে হামাগুড়ি দিতে দিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা তার রূহকে নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। আল্লাহ সামনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। এবং পেছনের ভূমিকে আদেশ করলেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফেরেশতাদের

---

১ সহিহ বুখারি: ৬২১৪।

২ সহিহ বুখারি: ৩৩৫১; সহিহ মুসলিম: ২৭৬৬।

উভয় দলকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ করো।

পরিমাপ করে দেখা গেল, মৃত লোকটি সামনের দিকে এক বিঘত বেশি এগিয়ে আছে। কাজেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।"

[৫]

মু'আয ইবনে জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, আমি এক সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর গাধা 'উফায়র'-এর পিঠে তাঁর পেছনে বসা ছিলাম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'হে মু'আয! তুমি কি জান, বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী?'

আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না।

আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন না।'

মু'আয রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল, আমি কি লোকদের এ সংবাদ জানিয়ে দেব না?'

তিনি বললেন, 'না; লোকেদের এ সংবাদ দিয়ো না, তাহলে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে।'"

[৬]

আবু সা'ঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম পূর্বযুগের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ

---

১ সহিহ বুখারি: ২৭৭১; সহিহ মুসলিম: ৩০।

১ সহিহ বুখারি: ৬২৩১, ৬২৩২।

ও সন্তানাদি দান করেছিলেন। মৃত্যুর সময় হাজির হলে সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করল, 'আমি কেমন পিতা ছিলাম?'

তারা বলল, 'আদর্শ-পিতা।'

সে বলল, 'যে আল্লাহর কাছে কোনো সম্পদ জমা রাখেনি, সে আল্লাহর কাছে হাজির হলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। তোমরা খেয়াল রাখবে, আমি মারা গেলে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। আমি যখন কয়লা হয়ে যাব তাকে ছাই করে ফেলবে। অতঃপর যখন প্রবল বাতাস বইবে, তখন তোমরা তা উড়িয়ে দেবে।'- এ ব্যাপারে সে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিল।

রাবী বলেন, 'আমার প্রতিপালকের কসম! তারা তা-ই করল।'

অতঃপর আল্লাহ্ বললেন, 'এসে যাও।'

হঠাৎ সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ্ বললেন, 'হে আমার বান্দা! এ কাজে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল?'

সে বলল, 'আপনার ভীতি।'

তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

[৭]

আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছিল সাহাবীদের একটি কাফেলা। তাদের চলার পথে একটি শিশুবাচ্চা ছিল।

কাফেলা আসতে দেখে শিশুটির মা সন্তান পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় দৌড়ে আসল।

---

১ মুসনাদে আহমাদ: ১২০১৮; মুসতাদরাকে হাকেম: ১৯৪।
- ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটিকে 'সহিহ' বলেছেন। হাফেয যাহাবী রহ.-ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

সে বলছিল: 'আমার মানিক! আমার মানিক!' এক ঝাপটায় তাকে কোলে তুলে নিল।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, এই 'মা' তো কক্ষনো তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দেবে না।'

নবিজি তাদের থামিয়ে বললেন, 'আল্লাহও তাঁর প্রিয় বান্দাকে জাহান্নামে ফেলবেন না।'"

[৮]

সাহল ইবনে সা'দ আস-সা'ঈদী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। লোকটি ছিল ধনী এবং প্রভাবশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। নবিজি বললেন, 'কেউ জাহান্নামী কাউকে দেখতে চাইলে, সে যেন এই লোকটিকে দেখে।'

ফলে একজন তাকে ফলো করতে লাগল। দেখল, সে যুদ্ধ করতে করতে একসময় আহত হয়ে গেল। তখন সে শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল, আপন তরবারির অগ্রভাগ বুকের ওপর রেখে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষ ভেদ করে পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে গেল।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'কোনো বান্দা এমনভাবে আমল করে যায়, যা দেখে লোকেরা তাকে জান্নাতী লোকের আমল বলে মনে করে। কিন্তু আসলে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

আর কোনো বান্দা এমনভাবে আমল করে যায়, যা দেখে লোকেরা তাকে জাহান্নামীদের আমল বলে মনে করে। অথচ সে জান্নাতী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত শেষ অবস্থার ওপরই আমালের ফলাফল নির্ভর করে।'"

---

১ সহিহ বুখারি: ৬২৪৪।

[৯]

ইবনে শিমাসাহ্ আল-মাহ্‌রী রহ. থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবছিলেন।

তার ছেলে বলতে লাগল, 'হে আব্বা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেননি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কি আপনাকে এরূপ সুসংবাদ দেননি?'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, অবশ্যই; আমরা যা কিছু পুঁজি সঞ্চয় করেছি তন্মধ্যে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আল্লাহর রসূল'- সবচেয়ে উত্তম সঞ্চয়। আমি আমার জীবনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি:

(প্রথম পর্যায়)

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর প্রতি আমার চেয়ে অধিক বিদ্বেষ পোষণ করতে আর কাউকে দেখিনি। তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি আমি সুযোগ পাই তাহলে তাঁকে হত্যা করে মনের ঝাল মেটাব।

(দ্বিতীয় পর্যায় হলো)

অতঃপর যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের প্রেরণা ঢেলে দিলেন, আমি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার কাছে বাইআত হব। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলে আমি আমার হাতখানা টেনে নিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমর, তোমার কী হলো?'

আমি বললাম, 'আমি কিছু শর্ত করতে চাই।'

---

১ সহিহ মুসলিম: ১২১।

তিনি বললেন: তুমি কী-শর্ত করতে চাও?'

আমি বললাম, 'আমি এই শর্ত করতে চাই যে, আমাকে ক্ষমা করা হোক।'

তিনি বললেন: 'হে আমর, তুমি জানো না ইসলাম গ্রহণ পূর্বেকার সমস্ত পাপ মিটিয়ে দেয়? অনুরূপভাবে হিজরত ও হজ্জের দ্বারাও পূর্বের সমস্ত অপরাধ মিটে যায়?

তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার এমনি এক প্রভাব ছিল যে, আমি কখনো তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না। যদি কেউ আমাকে তাঁর দৈহিক সৌষ্ঠবের বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করত, তাও আমার দ্বারা সম্ভব হতো না। যদি এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হতো তাহলে আমি আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

(তৃতীয় পর্যায় হলো)

অতঃপর আমার ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। আমি অবগত নই যে, এগুলোর মধ্যে আমার অবস্থা কেমন?'"

[১০]

মাহমূদ ইবনে রাবী' আনসারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], "ইতবান ইবনে মালিক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারি না। আর আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি আমার ঘরে এসে কোনো এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই।

---

১ সহিহ্ বুখারি: ৪২১; সহিহ্ মুসলিম: ৩৩।

বর্ণনাকারী বলেন, তাকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি তা করব।'

ইতবান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরদিন সূর্যোদয়ের পর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ও আবু বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পছন্দ করো?'

তিনি বলেন, আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়ালাম এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু-রাকআত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরি 'খাযিরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় মহল্লার কিছু লোক এসে ঘরে ভিড় জমাল। উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইবনে দুখাইশিন' কোথায়? অথবা বললেন, 'ইবনে দুখশুন' কোথায়?

তাদের একজন জওয়াব দিলেন, 'সে মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে না।'

তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলেছে?'

তখন সে ব্যক্তি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। আমরা তো তাকে মুনাফিকদের সাথেই খাতির করতে দেখি।'

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলে।'"

[১১]

আবু হুরাইরাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে বর্ণিত[১], তিনি স্বীয় রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "জনৈক বান্দা পাপ করে বলল, 'হে আমার রব, আমার পাপ মার্জনা করো।'

আল্লাহ তাআলা বললেন,

'আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে, যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে ধরেন।'

এ কথা বলার পর সে আবার পাপ করল এবং বলল, 'হে আমার রব, আমার পাপ ক্ষমা করো।'

তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন,

'আমার এক বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে তার একজন রব আছে, যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে শাস্তি দিতে পারেন।'

তারপর সে পুনরায় পাপ করে বলল, 'হে আমার রব! আমার পাপ মাফ করো।'

এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলা পুনরায় বলেন,

'আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে পাকড়াও করেন।'

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

'হে বান্দা, এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল করো। আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি।'"

---

১ সহিহ বুখারি: ৭২০৬; সহিহ মুসলিম: ২৭৫৮।

[১২]

আবদুল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে।'

এ কথা শুনে আমরা (খুশিতে) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম।

রসূল বললেন, 'তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমরাই জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে?'

আমরা আবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলাম।

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, 'তবে আমি আশা করি তোমরাই জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আর এ সম্পর্কে তোমাদের আরও বলছি, কাফিরদের ভিড়ে তোমরা সংখ্যায় এত কম হবে, যেন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা পশম, অথবা লাল ষাঁড়ের গায়ে একটি কালো পশম!'"

[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত[২], নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "একজন স্ত্রী-লোককে একটি বিড়ালের কারণে দোযখে শাস্তি দেওয়া হয়, যে তাকে আটকে রেখেছিল। ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রী-লোকটি তাকে খেতেও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে জমিনের পোকা-মাকড় আহার করতে পারে।"

---

১ সহিহ বুখারি: ৬২৭৯; সহিহ মুসলিম: ২২১।

২ সহিহ বুখারি: ৩৩৬৩; মুসলিম: ২২৪২।

[১৪]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, "একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। একটি কুয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল।

ওপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি মনে মনে বলল, এই কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কুয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের পুণ্য রয়েছে?'

নবিজি বললেন, 'প্রতিটি প্রাণীর সেবাতেই পুণ্য আছে।'"

[১৫]

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[২], তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, 'বহু লোক আকাঙ্ক্ষা করে বলবে, হায়! যদি আরও গুনাহ থাকত!'

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'কেন, হে আল্লাহর রসূল?!'

নবিজি বললেন, 'এরা হলো ওই সমস্ত লোক, যাদের পাপরাশিকে আল্লাহ পুণ্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।'"

---

১ সহিহ বুখারি: ২৪০২।

২ মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৬৪৩।

- ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটির সনদকে 'সহিহ' বলেছেন। হাফেয যাহাবী রহ.-ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[১৬]

আবু যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত[১], তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে ভালোভাবে জানি। আর যে ব্যক্তি সর্বশেষে জাহান্নাম হতে নাজাত পাবে, তাকেও জানি।

কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করে বলা হবে, 'এর সগীরা গুনাহগুলো উপস্থাপন করো। কবীরা গুনাহগুলো গোপন করে রাখো।'

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি অমুক অমুক দিনে এই এই গুনাহ করেছ।'

তখন সে ব্যক্তি সবগুলো স্বীকার করবে, একটিও অস্বীকার করবে না।

এরপর সে তার কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

তখন ঘোষণা দেয়া হবে যে, 'তার প্রতিটি মন্দ কাজের বিনিময়ে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করো।'

এ কথা শোনা মাত্রই সে বলে উঠবে, 'হে আমার রব, আমি তো আরও অনেক গুনাহই করেছি—যা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না!'

আবু যর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তখন আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম মুচকি হাসছেন; এমনকি তাঁর উজ্জ্বল দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল।'"

---

১ সুনানে তিরমিযী: ২৫৯৬।
- ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে 'হাসান-সহিহ' বলেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারিম।

২. আল-মুসনাদুস সহিহ (সহিহুল বুখারি), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি রহ. (মৃত্যু ১৫৬ হি.), মাকতাবাতুল ফাতাহ্ প্রকাশনী।

৩. সহিহ মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আন-নাইসাবুরী (মৃত্যু ২৬১হি.), মাকতাবাতুল ফাতাহ্ প্রকাশনী।

৪. সুনানুত-তিরমিজী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিজী (মৃত্যু ২৭৯ হি.) মাকতাবাতুল ফাতাহ্ প্রকাশনী।

৫. আস-সুনান, আবু দাঊদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিসতানী (মৃত্যু ২৭৫ হি.)

৬. আস-সুনানুল কুবরা, ইমাম নাসায়ী, আর-রিসালাতুল আ'লামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪৩২ হি./২০১১ ঈ.।

৭. আস-সুনান, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ আল-কাজবীনী (মৃত্যু ২৭৫ হি.), মাকতাবাতুল ফাতাহ্ প্রকাশনী।

৮. সুনানে দারেমী, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী (মৃত্যু ২৫৫ হি.), দারে ইবনে হজম, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ ঈ.।

৯. আল-মুসনাদ, আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বল (মৃত্যু ২৪১ হি.), মুআস্সাসাতুর রিসালা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৯ হি. মুতাবিক ২০০৮ ঈ.)।

১০. আল-মুসান্নাফ, আবু-বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবী শাইবাহ (২৩৫ হি.), ইদারাতুল কুরআন আল-উলুমিল ইসলামিয়া, করাচি, পাকিস্তান, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২৮ হি./২০০৭ ঈ.।

১১. আল-আদাবুল মুফরাদ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারি রহ. (মৃত্যু ১৫৬ হি.), আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ।

১২. সহিহ ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান আতা-তামিমী (মৃত্যু ৩৫৪ হি.)।

১৩. আল-মুসতাদারাক 'আলাস সহিহাইন, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হাকেম,(মৃত্যু ৪০৫ হি.)।দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২২ হি./২০০২ ঈ.।

১৪. আল-মু'জামুল কাবীর, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-ত্বারানী (৩৬০ হি.), দারু ইহইয়া উত-তুরাস আল-আরবী ২য় সংস্করণ ১৪২ হি. ২০০২ ঈ.।

১৫. আল-মুজামুল আওসাত্ব, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমাদ আত-ত্বারানী (৩৬০ হি.), দারুল কিতাব আল-ইলমিইয়্যা, ১ম,১৪২০হি./১৯৯৯ ঈ.।

১৬. আল-কামেল ফি যুআ'ফাঈর রিজাল, আবু-আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আদী আল-জুরজানী (মৃত্যু ৩৬৫ হি.), ৩য় সংস্করণ দারল ফিকির ১৪৯ হি./১৯৮৮ ঈ.।

১৭. শুআ'বুল ঈমান, আবু বকর আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী (মৃত্যু: ৪৫৮)

১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া; আবু-নুআঈম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল— আস্ফাহানী, মাকতাবাতুল ঈমান ১ম সংস্করণ ১৪২৮হি. / ২০০৭ ঈ.।

১৯. আল-জামিউল বয়ান (তাফসীরে ত্ববারী), আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-ত্ববারী (৩২০ হি.), মাকতাবাতু নিযার মুস্তফা বায, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০২৪ ঈ.।

২০. তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, আব্দুর রহমান ইবনে অবি হাতেম (৩২৭ হি.), দারুল ফিকর, সংস্করণ: ১৪২৪ হি., ২০০৩ ঈ.।

২১. আত-তারগীব ওয়াত-তারগীব, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল ক্বাভী আল-মুনযিরী (মৃত্যু ৬৫৬ হি.), মাকতাবাতু রাওযাতিল কুরআন।

২২. সিয়ারু আলামীন নুবালা, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আযযাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.), আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, ১ম সংস্করণ।

২৩. তাফসীরু কুরআনিল আজীম (তাফসীরে ইবনে কাছির), আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনে উমার ইবনে কাছির (মৃত্যু ৭৭৪), দারুল হাদিস আল- ক্বাহেরা, সংস্করণ ১৪৩২ হি./২০১১।

২৪. জা'মিউল মাসানিদ ওয়াস-সুনান, ইবনে কাছির, দারুল ফিকির ২য় সংস্করণ ১৪২৩ হি./২০০২ ঈ.।

২৫. মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, নুরুদ্দিন আলী ইবনে আবি বকর আল-হাইসামী (মৃত্যু ৮০৭), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০১ ঈ.।

২৬. ফতহুল বারী, আহমাদ ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.), দারুল হাদিস আল-ক্বাহেরা, সংস্করণ ১৪২৪ হি. ২০০৪ ঈ.।

২৭ লিসানুল মিযান, ইমাম ইবনে হাজার, দারুল ফিকর ১৪১৪ হি./১৯৯৩ ঈ.।

২৮. তাকরীবুত-তাহযীব, আহমাদ ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.), দারুল হাদিস আল-ক্বাহেরা, ২য় সংস্করণ ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ঈ.।

২৯. আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, আবুল খায়ের শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ আস-সাখাবী (মৃত্যু ৯০২ হি.), দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ ১৪২৭ হি./২০০৬ ঈ.।

৩০. ফয়যুল কাদীর শরহুল-জামেউস-সগীর, মুহাম্মাদ আব্দুর-রউফ আল-মুনাবী (মৃত্যু ৯৫২ হি.), দারুল হাদীস, সংস্করণ ১৪৩১ হি./২০১০ ঈ.।

৩১. ইতহাফুস-সা'দাতিল মুত্তাকীন, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আয-যাবেদী, দারুল কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ ঈ.।

৩২. বজলুল মাজহুদ, খলিল আহমাদ সাহারানপুরী (মৃত্যু ১৩৪৬ হি.), ২য় সংস্করণ ১৪২৯ হি./২০০৮ ঈ.।

৩৩. আল-মিনহাজ, শরহে সহিহ মুসলিম (সহিহ মুসলিমের হিন্দুস্তানি নুসখার টীকা), আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইহইয়াহ আন-নাবাবী, (মৃত্যু ৬৭৬ হি.), মাকতাবাতুল ফাতাহ প্রকাশনী।

৩৪. রদ্দুর মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, শায়খ আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ আমীন ইবনে উমার ইবনে আবেদীন আশ-শামী রহ.; (মৃত্যু ১২৫২ হি.); মাকতাবাতুল আযহার, প্রকাশকাল ১৪৩২ হি./ ২০১১ ঈ.।

৩৫. আল-মাওসূআ'তুল ফিকহিয়্যা আল-কুয়েতিয়্যা, ওযারাতুল আওকাফ; প্রকাশকাল: ১৪২৫ হি. / ২০০৫ ঈ.; কুয়েত শুঊনিল ইসলামিয়া।

৩৬. ফাতওয়ায়ে রহিমিয়া, মুফতি আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ. (জন্ম ১৩৩২ হি.)।

৩৭. মিন-সিয়াহিল আহাদিসিল কুদসিয়্যাহ, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ দা.বা., ৫ম সংস্করণ, ১৪৩২ হি./২০১১ ঈ.।

৩৮. এসব হাদিস নয়, মাওলানা মুতিউর রহমান দা.বা., তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা.বা.; প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযুদ- দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, ঢাকা।

আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেন,
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

**"আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী
আমি তার সঙ্গে আচরণ করি।
সে যখন আমাকে স্মরণ করে
আমি তার সঙ্গে থাকি।"**